শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

প্রকাশকের কথা...

বন্ধুত্ব-ভালোবাসার ব্যাপারেও ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। বাছ-বিচার ছাড়া যে কাউকেই বন্ধু বানানো ঠিক নয়। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব-চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে হলে খুব দেখেশুনে করতে হবে। হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) 'মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব-চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত হয়, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ করে সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।' [সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৩৩, সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭৮]

পুণ্যবান বন্ধু কল্যাণের পথে আহ্বান করে; বিপদাপদে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়। পক্ষান্তরে খারাপ বন্ধু অশ্লীল ও মন্দ কাজের প্রতি আহ্বান করে; হারাম কাজে জড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে রাখে। সুতরাং বন্ধুত্ব হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে। প্রিয় পাঠক, বন্ধুত্বের উপকারিতা, পুণ্যবান বন্ধুর গুণাবলি ও পরিচয় এবং বন্ধুত্বের শর্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন—শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের (رفقاء طريق) গ্রন্থের সরল অনুবাদ 'পুণ্যবান বন্ধু জীবন সফরে উত্তম সহযাত্রী'। ইনশাআল্লাহ, গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

পুণ্যবান বন্ধু

জীবনসফরে উত্তম সহযাত্রী

বই	পুণ্যবান বন্ধু জীবনসফরে উত্তম সহযাত্রী
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

পুণ্যবান বন্ধু

জীবনসফরে উত্তম সহযাত্রী

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

রুহামা পাবলিকেশন

পুণ্যবান বন্ধু জীবনসফরে উত্তম সহযাত্রী

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

প্রথম প্রকাশ

রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৮৮ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুলের প্রতি...

ইসলাম ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের ধর্ম। কুরআনের একাধিক আয়াত ও রাসুল ﷺ-এর অসংখ্য হাদিসে পরস্পর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সবক দেওয়া হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকসমাজের প্রতি পারস্পরিক ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার ইচ্ছা বহুদিনের—যেখানে বিশেষভাবে বর্তমান যুগে পারস্পরিক ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তাও সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে।

বক্ষ্যমাণ বইটি সে ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। এটি মূলত أين نحن من هؤلاء (সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?) সিরিজের চতুর্থ বই। বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'পুণ্যবান বন্ধু জীবনসফরে উত্তম সহযাত্রী'।

আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের প্রকৃত বন্ধুত্বের হক আদায় করার তাওফিক দান করেন এবং আমাদের ও আমাদের বন্ধুদের তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেন। আমিন।

- আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

প্রবেশিকা

দুনিয়াতে মানুষ বসবাস করে এবং এখানেই সে তার জীবনসফর পাড়ি দেয়। এ জীবনসফরে মানুষ অনেক দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-মুসিবতের সম্মুখীন হয়। আবার আনন্দ-খুশি ও সুখ-শান্তির উপলক্ষও তার সামনে আসে। সুতরাং মানুষকে তার দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-মুসিবত শেয়ার করতে এবং আনন্দ-খুশি ও সুখ-শান্তি ভাগাভাগি করে নিতে এমন কিছু সঙ্গীর প্রয়োজন, যারা তার ব্যথায় ব্যথিত হবে এবং সান্ত্বনার সুমিষ্ট বাণী শুনিয়ে তাকে ধৈর্য ধরার সাহস জোগাবে। তার আনন্দে আনন্দিত হবে এবং সুখ ও সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে।

তাই সঙ্গী হিসেবে পূর্ণ দ্বীনদার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী লোকদের বেছে নেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও উত্তম চরিত্র—দুটি গুণ একসাথে পাওয়া যায় কেবল প্রকৃত মুসলমানদের মাঝে। তাই জীবনসফরের সঙ্গী হিসেবে প্রকৃত মুসলমানদের বিকল্প নেই।

সঙ্গী নির্ণয়ে এ দুই গুণকে আবশ্যক করার কারণ হলো, মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া তাদের জীবন চলে না। আর উত্তম চরিত্র মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতাকে নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ করে। তার সাথে যদি দ্বীন, তাকওয়া ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসা সংযুক্ত হয়, তখন এ সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা আরও স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অনেক হাদিসে মানুষের এ পারস্পরিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তার প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর তিনি (আল্লাহ) প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের

মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।'[১]

আরেক আয়াতে পরস্পর সম্প্রীতি রক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে এবং বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কভঙ্গের নিন্দা করে তিনি ইরশাদ করেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا * وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারো।'[২]

فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا 'এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ'—এ আয়াতে নিয়ামত বা অনুগ্রহ বলতে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদ্যতা বোঝানো হয়েছে।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ

---

১. সুরা আল-আনফাল : ৬৩

২. সুরা আলি ইমরান : ১০৩

‘কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেই হবে আমার অতি প্রিয় ও সর্বাপেক্ষা নিকটে উপবেশনকারী, তোমাদের মধ্যে যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী, নম্র ও ভদ্র—যে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং অন্যরাও তার সাথে ঘনিষ্ঠ।’[৩]

আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা ইবাদত

প্রিয় মুসলিম ভাই, দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা একটি উত্তম ইবাদত। এর জন্য কিছু শর্ত ও হক রয়েছে, যেগুলো যথাযথভাবে আদায় করা হলে পারস্পরিক বন্ধনটা হয় সকল ধরনের পঙ্কিলতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত। এবং অর্জিত হয় আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও দুনিয়া-আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা।

মনে রাখতে হবে, বাছ-বিচার ছাড়া যে কাউকেই বন্ধু বানানো ঠিক নয়। আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

‘মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব-চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত হয়, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ করে সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।’[৪]

বন্ধুত্বের জন্য এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে, যার মধ্যে বিশেষ গুণ ও উত্তম চরিত্র রয়েছে, যা দেখে মানুষ তার সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয়।

বন্ধুত্বের উপকারিতা

বন্ধুত্বের মাধ্যমে মানুষ সাধারণত দুই ধরনের উপকারের প্রত্যাশা রাখে : পার্থিব উপকার ও দ্বীনি উপকার।

১. পার্থিব উপকার। যেমন : বন্ধুর সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া অথবা শুধু দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশার মাধ্যমে স্বস্তি অনুভব করা।

---

৩. মাকারিমুল আখলাক, তাবারানি : ১/৩১৪

৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৩৩, সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭৮

২. দ্বীনি উপকার। বিভিন্ন মাধ্যমে এ উপকার অর্জিত হয়। যেমন : ক. বন্ধুর ইলম ও আমলের মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করা। খ. বন্ধুর প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে উপকৃত হওয়া অর্থাৎ এর মাধ্যমে খারাপ লোকদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া, যাদের দৌরাত্ম্য মনকে বিষিয়ে তোলে এবং আল্লাহর ইবাদত থেকে বাধা দেয়। গ. বন্ধুর সম্পদ থেকে নিজের জাগতিক প্রয়োজন পূরণ হওয়া, যেন এর মাধ্যমে রিজিক অনুসন্ধানের পেছনে সময় ব্যয় না করে বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। ঘ. বিপদাপদ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বন্ধুকে শক্তি ও সহযোগী হিসেবে পাওয়া।[৫]

উত্তম বন্ধুর গুণাবলি

প্রিয় মুসলিম ভাই, যার সাথে তুমি বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী, তার মধ্যে অবশ্যই পাঁচটি গুণ থাকতে হবে : ১. সে যেন জ্ঞানী হয়, ২. চরিত্রবান হয়, ৩. ফাসিক বা দুষ্কৃতকারী না হয়, ৪. বিদআতি না হয় এবং ৫. দুনিয়ালোভী না হয়।[৬]

আল্লাহ তাআলা উত্তম ও পবিত্র বন্ধুত্বের প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "সেই সব লোকরা কোথায়, যারা আমার মহত্ত্বের জন্য পরস্পর ভালোবেসেছিল? আজ আমি আমার (আরশের) ছায়াতলে তাদের আশ্রয় দেবো। আজ আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই।"'[৭]

---

৫. আল-ইহইয়া : ২/১৮৫
৬. আল-ইহইয়া : ২/১৮৬
৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৬

অন্য হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন এই ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. এমন যুবক, যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। ৩. এমন ব্যক্তি, যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখদুটো আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে। ৪. সেই ব্যক্তি, যার অন্তর সব সময় মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে (অর্থাৎ প্রতি ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে আদায়ের জন্য উন্মুখ থাকে)। ৫. এমন দুই ব্যক্তি, যারা একমাত্র আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালোবাসে এবং তাঁর জন্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। ৬. সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো অভিজাত শ্রেণির সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করলে সে প্রত্যাখ্যান করে বলে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি।" ৭. সেই ব্যক্তি, যে এতটাই গোপনে দান-সদাকা করে যে, তার ডান হাত কী দান করেছে, তা বাম হাতও জানতে পারে না।'[৮]

সৎ ও পুণ্যবান লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করলে নিজের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। যেমন : আসহাবে কাহফের সঙ্গ বেছে নেওয়ায় তাদের কুকুরটির মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তার কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ

---

৮. সহিহুল বুখারি : ৬৮০৬

‘...এখন তারা বলবে, “তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর।”’[৯]

বন্ধু হলো আয়নার মতো। মানুষ তার মাঝেই তোমার স্বরূপ ও প্রকৃতি দেখতে পাবে। তাকে দেখেই বুঝে নেবে, তুমি কেমন। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব-চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে হলে খুব দেখেশুনে করতে হবে।

আবু সুলাইমান ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর হাদিস (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)-এর ব্যাখ্যা হলো, তুমি যার দ্বীনদারি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে, কেবল তাকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। কারণ তুমি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তার ধর্ম ও চিন্তা-চেতনার প্রতি তোমাকে আকৃষ্ট করবে। তোমার দ্বীনদারির ওপর ভরসা করে এমন লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না, যার দ্বীনদারি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত নও।’[১০]

প্রিয় মুসলিম ভাই, কথিত আছে, ‘বিপদে বন্ধুর পরিচয়।’ তাই বিপদে পাশে দাঁড়াবে না—এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না। এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, যারা কিয়ামতের ভয়াবহতম দিনেও তোমার বন্ধু থাকবে, শত্রুতে পরিণত হবে না। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

‘বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহভীরুরা নয়।’[১১]

হাদিস শরিফে উত্তম বন্ধু ও খারাপ বন্ধুর খুব সুন্দর উপমা বিবৃত হয়েছে। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ

---

৯. সুরা আল-কাহফ : ২২

১০. আল-আজলাহ : ৫১০

১১. সুরা আজ-জুখরুফ : ৬৭

تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

'উত্তম বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর উদাহরণ হলো, সুগন্ধি বিক্রেতা ও হাপরে ফুঁকদানকারী। সুগন্ধিওয়ালা হয়তো তোমাকে উপহারস্বরূপ সুগন্ধি দেবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিনে নেবে। তাও না হলেও তার কাছ থেকে অন্তত সুগন্ধি পাবে। আর হাপরে ফুঁকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়ে ফেলবে অথবা দুর্গন্ধ পাবে।'[১২]

আলি ﷺ বলেন, 'তোমরা অবশ্যই পুণ্যবান লোকদের বন্ধু বানাবে, কারণ তারা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের সাহায্যকারী হবে। তোমরা কি জানো না?—জাহান্নামিরা উত্তম বন্ধু না থাকার ওপর আক্ষেপ করে বলবে, فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (অতএব, আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই।[১৩])'[১৪]

বন্ধুত্বের অনেক দাবি ও অধিকার রয়েছে। আতা বিন মাইসারা ﷺ বলেন, 'বন্ধুত্বের দাবি তিনটি : ১. বন্ধু অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া। ২. ব্যস্ততার সময় তাকে সাহায্য করা। এবং ৩. সে কোনো বিষয় ভুলে গেলে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।'[১৫]

মনে রাখবে, কোনো মানুষ দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। আসলে প্রত্যেক মাখলুকের মধ্যেই কোনো না কোনো দোষ অবশ্যই থাকে। সুতরাং দ্বীন ও উত্তম চরিত্র দেখে তুমি যাদের বন্ধু বানিয়েছ, তাদের মধ্যেও ছোটখাটো দোষ থাকা অমূলক নয়। তাই তাদের মধ্যে যদি ছোটখাটো কোনো দোষ-ত্রুটি দেখতে পাও, তখন এর জন্য বন্ধুত্ব ছিন্ন করবে না। বরং তাদের দ্বীন ও উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখবে এবং উত্তম উপায়ে যথাসম্ভব তা সংশোধনের চেষ্টা করবে।

---

১২. সহিহ্ মুসলিম : ২৬২৮

১৩. সুরা আশ-শুআরা : ১০০-১০১

১৪. আল-ইহইয়া : ২/১৭৫

১৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৯৮

আবু আলি আর-রিবাতি ﷺ বলেন, 'এক সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন আব্দুল্লাহ রাজি ﷺ। আমরা একটি গ্রাম অভিমুখে সফর করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "কাফেলার জন্য একজন আমির থাকা আবশ্যক। কে হবে আমির? তুমি নাকি আমি?" আমি বললাম, "অবশ্যই আপনিই আমির হবেন।" তিনি বললেন, "তাহলে তোমাকে আমার কথা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।" আমি মেনে নিলাম। অতঃপর তিনি একটা বস্তার মধ্যে সকল সামানপত্র ভরে তা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। আমি বললাম, "এটা আমাকে দিন।" তিনি বললেন, "আমি কাফেলার আমির। আমার কথা মেনে চলা তোমার জন্য আবশ্যক। সুতরাং কথা না বলে চুপচাপ পথ চলো।" একরাতে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে থেকে আমার ওপর একটি চাদর ধরে রেখে আমাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করলেন। আমাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি রাতভর এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টিতে ভিজলেন। তখন আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, "আপনি আমির—কথাটি বলার পূর্বেই যদি আমার মৃত্যু হতো...!"'[১৬]

প্রিয় ভাই, বর্তমানে এমন বন্ধু কোথায়? এমন পবিত্র সম্পর্কই-বা কোথায়? সময়ের গতির কাছে হার মেনে তা হারিয়ে গেছে কালের চোরাবালিতে।

এ কারণেই মামুন ﷺ বলেন, 'সাধারণত বন্ধু তিন ধরনের হয়ে থাকে : ১. দৈনন্দিন খাবারের মতো—যা থেকে কখনো অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না। ২. ওষুধের মতো—যার প্রতি মানুষ কখনো কখনো প্রয়োজন অনুভব করে, কিন্তু সর্বদা তার সঙ্গ কামনা করে না। ৩. রোগের মতো—যার প্রতি মানুষ কখনো প্রয়োজন অনুভব করে না, তার সাথে স্বস্তি অনুভব করে না এবং তাতে কোনো উপকারও নেই। কিন্তু অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গ গ্রহণ করতে হয়।'

কথিত আছে, মানুষ হলো গাছের মতো। কোনো কোনো গাছ শুধু ছায়া দেয়; তাতে কোনো ফল ধরে না। যেসব মানুষ ইহজীবনের উপকারে আসে; আখিরাতের উপকারের আসে না—এই প্রকারের গাছের সাথে তাদের তুলনা করা হয়। কিছু গাছ আছে, যেগুলোতে ফল ধরে, কিন্তু ছায়া দেয় না। এই

---

১৬. আল-ইহইয়া : ২/১৯৯

প্রকারের গাছের সাথে এমন লোকদের তুলনা করা হয়, যাদের মাধ্যমে কেবল আখিরাতে উপকৃত হওয়া যায়; দুনিয়াতে তারা কোনো কাজে আসে না। কিছু গাছ আছে, যেগুলোতে ফলও ধরে এবং ছায়াও দেয়। যেসব মানুষের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতে উপকৃত হওয়া যায়, এই প্রকারের গাছের সাথে সেসব লোকের তুলনা করা যায়। আর কিছু গাছ আছে, যেগুলো না ফল দেয়, না ছায়া দেয়। যেসব লোক দুনিয়া ও আখিরাত—কোথাও উপকারে আসে না, তাদের সাথে এ প্রকারের গাছের তুলনা করা হয়। এ ছাড়াও আরও কিছু মানুষ আছে, গাছের সাথে যাদের তুলনা চলে না; বরং বিষধর সাপ-বিচ্ছুর সাথে তাদের তুলনা করাটাই সবচেয়ে যৌক্তিক। তারা হলো, যারা দুনিয়া বা আখিরাত—কোথাও উপকারে তো আসেই না, উল্টো তাদের কারণে দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জাহান বরবাদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং তোমাকে খুব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে কারও সাথে মেলামেশা করতে হবে। কাদের সাথে মিশছ? কেন মিশছ? কীভাবে মিশছ? তারা কি এমন লোক, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (আর তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।[১৭]) নাকি তারা এমন লোক, যারা তোমাকে ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে?... সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর জেনে সৎ ও উত্তম লোকদের সাথেই মেলামেশা করবে।

বন্ধুদের সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের বিধান

বন্ধুদের সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাৎ দুই কারণে হয় :

১. স্বাভাবিক মনের টান ও সময় কাটানোর জন্য। এই প্রকারের মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়। এর কারণে সবচেয়ে মারাত্মক যে ক্ষতিটা হয়, তা হলো অন্তর অসুস্থ হওয়া এবং সময় নষ্ট হওয়া।

---

১৭. সুরা আল-আসর : ৩.

২. আখিরাতে নাজাত (মুক্তি) লাভ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের জন্য। এতে অনেক উপকার রয়েছে। তবে তিন কারণে এ প্রকারের মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাৎও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে : ক. পরস্পরকে আকৃষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সাজগোজ করা। খ. প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কথা বলা ও বেশি মেলামেশা করা। গ. এ মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাৎ এমন অভ্যাসে পরিণত হওয়া, যা মূল উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

সারকথা হলো, কারও সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়তো নফসে আম্মারার (কুপ্রবৃত্তি) প্ররোচনায় হয়, কিংবা নফসে মুতমায়িন্নার (পরিশুদ্ধ হৃদয়) উৎসাহে হয়। প্রথমটি মানুষকে ধ্বংস ও ভ্রষ্টতার পথে পরিচালিত করে। দ্বিতীয়টি হিদায়াত ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।[১৮]

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'ভালো মানুষের নিকট যখন সহানুভূতি কামনা করা হয়, তখন সহানুভূতি দেখায় এবং কোমল আচরণ করে। আর খারাপ মানুষ যেখানে সহানুভূতির প্রয়োজন, সেখানেও কঠোরতা করে। ভালো মানুষ সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান করে এবং নিকৃষ্ট লোকদেরও অসম্মান করে না। সে জ্ঞানীদের কষ্ট দেয় না। নির্বোধদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে না। পাপীদের সাথে মেলামেশা করে না। সে নিজের বন্ধুকে সর্বদা নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়। বন্ধুর পক্ষ থেকে অবন্ধুসুলভ কোনো আচরণ প্রকাশ পেলে তার প্রতিশোধ নেয় না। কারও পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ পেলে পুরোনো শত্রুতা ভুলে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। যথাসম্ভব বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকে; কখনো নিজের পক্ষ থেকে তা ভঙ্গ করে না।'[১৯]

প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়

প্রকৃত বন্ধু সে, যার বন্ধুত্ব তোমার বেঁচে থাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃত বন্ধু সে, যে তোমার মৃত্যুর পরও সত্যিকারের বন্ধুত্বের হক ও আবেদন পালন করে যাবে। এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইস্পাহানি ﷺ-এর একটি কথা

---

১৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৮

১৯. রওজাতুল উকালা : ১৭৩

প্রসিদ্ধ আছে। তিনি বলেন, ‘সে ব্যক্তি প্রকৃত বন্ধু নয়, যে বন্ধুর মিরাস বণ্টিত হওয়ার পর তাকে ভুলে যায়। প্রকৃত বন্ধু তো সে, যে বন্ধুর বিয়োগব্যথা আজীবন বয়ে বেড়ায় এবং গভীর রাতে কবরের শায়িত বন্ধুর জন্য আল্লাহর দরবারে অশ্রু বিসর্জন দেয়।’[২০]

সত্যিকারের বন্ধুত্বের এমন নজির আজও দেখা যায় পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের মাঝে। বন্ধুর মৃত্যুর অনেক বছর পরেও বন্ধুর জন্য তাদের দুআ করতে দেখা যায়। কোনো মজলিসে বন্ধুর কথা আলোচিত হলে সাথে সাথে তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করে। আমি ও তুমি কি সেই পুণ্যাত্মা বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছি?

দুই বন্ধুর উপমা হলো দুই হাত, যারা একে অপরকে ধৌত করে পরিচ্ছন্ন রাখে। অনুরূপভাবে দুই বন্ধুও এমন হওয়া চাই, যারা সংশোধনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করবে। সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকবে। একে অপরের জন্য সাহায্যকারী ও কল্যাণকামী হবে। একে অপরকে দুনিয়া থেকে আখিরাতের সফরের পাথেয় সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে।

প্রিয় মুসলিম ভাই, তুমি যদি উত্তম ও পুণ্যবান বন্ধু খুঁজে না পাও, তাহলে একাকী থেকে কুরআন তিলাওয়াত করবে; বিভিন্ন উপকারী বই পড়ে সময় কাটাবে এবং একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে ইবাদত ও নেক আমলের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে নেবে। ভালো মানুষ ছাড়া অন্য লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেয়ে এটাই তোমার জন্য অধিক উপকারী ও কল্যাণকর।

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, ‘যে বন্ধুর কাছ থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না, তার সঙ্গ ত্যাগ করো।’[২১]

বকর বিন মুহাম্মাদ আল-আবিদ ﷺ বলেন, ‘আমাকে দাউদ আত-তায়ি ﷺ বলেছেন, “হে বকর, তুমি (খারাপ) মানুষ থেকে দূরে থাকবে, যেভাবে তুমি হিংস্র প্রাণী থেকে দূরে থাকো।”’[২২]

২০. আল-ইহইয়া : ২/২০২

২১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩৭২

২২. রওজাতুল উকালা : ৮২

আব্দুল আজিজ ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, 'একদা মালিক বিন দিনার ﷺ-এর পাশে একটি বিশাল ও ভয়ংকর আকৃতির কালো কুকুর বসে থাকতে দেখা গেল। তখন লোকজন তাকে বলল, "হে আবু ইয়াহইয়া, আপনার পাশে যে কুকুর বসে আছে?" তিনি উত্তর দিলেন, এটি খারাপ বন্ধুর চেয়ে উত্তম।"'[২৩]

ইবরাহিম বিন আদহাম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি মানুষের সাথে মেলামেশা করেন না কেন?' তিনি বললেন, 'আমি যদি আমার চেয়ে উঁচু পর্যায়ের কারও সাথে মেলামেশা করি, তখন সে আমার সাথে অহংকার করবে। আর যদি আমার চেয়ে নিচু পর্যায়ের কারও সাথে মেলামেশা করি, সে আমার যথাযথ হক ও অধিকার আদায় করতে পারবে না। আর যদি আমার সমপর্যায়ের কারও সাথে মেলামেশা করি, তখন সে আমার প্রতি হিংসা করবে।'

প্রিয় ভাই আমার, যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের উচিত, আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ঘৃণা করা। সুতরাং তুমি যদি কাউকে এ জন্যই ভালোবাসো যে, সে আল্লাহর বিধান মেনে চলে এবং সে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা; অতঃপর সে যদি আল্লাহর নাফরমানি করে, তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে ঘৃণা করবে। কারণ এখন সে আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্যকারী এবং তাঁর নিকট ঘৃণিত।[২৪]

বিভিন্ন কারণ ও উপলক্ষকে কেন্দ্র করে মানুষের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যেমন : পরস্পর প্রতিবেশী হওয়ার কারণে, একই অফিসে চাকরি করার সুবাধে, একই মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করার কারণে কিংবা দূরপাল্লার কোনো বাস, ট্রেন, লঞ্চ বা বিমানে পাশাপাশি বসার কারণে একে অপরের সাথে পরিচিতি হয় এবং পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। তা যে উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব হোক—এর পূর্বে অবশ্যই জেনে নিতে হবে, তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছ, লোকটি ভালো কি না? জেনে নিতে হবে, সে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা কি না? কারণ উত্তম ও দ্বীনদার বন্ধু দুনিয়াতে আল্লাহর পরে সবচেয়ে উত্তম সহযোগী এবং আখিরাতের সফরে উত্তম সহযাত্রী হয়ে থাকে।

---

২৩. রওজাতুল উকালা : ৮২

২৪. আল-ইহইয়া : ২/১৮১

দ্বীনদার ব্যক্তিদের নির্ভেজাল বন্ধুত্বের একটি নমুনা দেখো। আলি বিন হুসাইন ﷺ তার বন্ধু মুহাম্মাদ বিন উসামা বিন জাইদ ﷺ-এর মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মুহাম্মাদ বিন উসামা ﷺ কাঁদতে লাগলেন। আলি বিন হুসাইন ﷺ কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিলেন, 'আমার ওপর কিছু ঋণ আছে, তার জন্য কাঁদছি।' তিনি বললেন, 'কী পরিমাণ ঋণ আছে তোমার ওপর?' তিনি উত্তর দিলেন, 'পনেরো হাজার দিনার।' তিনি বললেন, 'তা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। আমিই তা পরিশোধ করে দেবো।'[২৫]

কবি বলেন :

إِذَا أَعْجَبَتْكَ خِلَالُ امْرِئٍ * فَكُنْهُ يَكُنْ مِنْكَ مَا يُعْجِبُكْ

فَلَيْسَ عَلَى الْجُودِ وَالْمَكْرُمَا * تِ إِذَا جِئْتَهَا حَاجِبٌ يَحْجُبُكْ

> 'কোনো ব্যক্তির উত্তম চরিত্র যদি তোমার ভালো লাগে, তাহলে তুমিও তার মতো হয়ে যাও! তখন তোমার চরিত্রও অন্যদের ভালো লাগবে। মনে রাখবে, নিজে ভালো হতে চাইলে কেউ বাধা দিতে আসে না।'

আসলেই তো, কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান করতে চায় এবং উত্তম আমল করে নিজেকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তখন তাকে কেউ বাধা দেয় না। সুতরাং তোমার ইচ্ছাশক্তি ও সৎসাহসকে কাজে লাগিয়ে ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টায় লেগে যাও।

শা'বি ﷺ বলেন, 'ভালো মানুষ খুব দ্রুত বন্ধুত্ব করে, কিন্তু শত্রুতা করতে অনেক সময় নেয়। অনেকটা রুপার পাত্রের মতো, যা অনেক দেরিতে ভাঙে, কিন্তু দ্রুত জোড়া লাগানো যায়। পক্ষান্তরে খারাপ মানুষ খুব দেরিতে বন্ধুত্ব করে, কিন্তু শত্রুতা করতে তেমন সময় নেয় না। অনেকটা পোড়ামাটির পাত্রের মতো, যা খুব সহজে ভেঙে যায়, কিন্তু জোড়া লাগতে অনেক দীর্ঘ সময় নেয়।'

---

২৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৪১

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'ভালো মানুষের পরিচয় হলো, তাকে কোনো কিছু দান করা হলে শুকরিয়া আদায় করে। কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করা হলে ক্ষমা করে দেয়। কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তার সাথে সম্পর্ক রাখে। কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখলে তাকে সম্মান করে। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে তাকে দান করে। না চাইলেও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেয়। দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি সদয় হয়। কারও সামনে নিজেকে দুর্বল ও অসহায় হিসেবে উপস্থাপন করে না; এর চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে। আর নিকৃষ্ট ও খারাপ লোক এর সম্পূর্ণ বিপরীত।'[২৬]

জনৈক সালাফ এক ব্যক্তিকে নসিহত করার সময় বলেন, 'তিনটি বিষয় সব ধরনের কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় : ১. তুমি যদি তোমার দিনকে কল্যাণের কাজে ব্যয় করতে না পারো, তাহলে অন্তত ক্ষতিকর কোনো কাজে ব্যয় কোরো না। ২. তুমি যদি ভালো ও পুণ্যবান লোকদের বন্ধু বানাতে না পারো, তাহলে অন্তত খারাপ লোকদের নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না। ৩. তুমি যদি তোমার ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে খরচ করতে না পারো, তাহলে অন্তত তাঁর অসন্তুষ্টির কাজে খরচ কোরো না।'[২৭]

বর্তমান যুগের বন্ধুত্বের বেহাল দশা

প্রিয় মুসলিম ভাই, বর্তমানে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব তাকাল্লুফ বা কৃত্রিমতায় ভরা। সবাই শুধু বন্ধুত্বের অভিনয় করে চলে। নিঃস্বার্থতা ও আন্তরিকতার প্রচুর অভাব আমাদের বন্ধুত্বে। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, আমরা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের হক ও দাবি সম্পর্কে তেমন জানি না। আমরা বুঝি না, বন্ধুত্বের এই বন্ধন আসলে কতটা শক্তিশালী। সুতরাং আমরা যদি চাই, আমাদের বন্ধুত্ব সালাফের বন্ধুত্বের মতো নির্ভেজাল ও অকৃত্রিম হোক, তাহলে বন্ধুত্বের অধিকার ও দাবিসমূহ জানা একান্ত আবশ্যক।

আব্দুল্লাহ বিন ওয়ালিদ ﷺ বলেন, 'আবু জাফর মুহাম্মাদ আলি ﷺ আমাকে ও আমার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমরা কি একে অপরের পকেটে

---

২৬. রওজাতুল উকালা : ১৭৪

২৭. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ৩১০

হাত দিয়ে যা খুশি তা-ই নিয়ে নিতে পারো?” আমরা বললাম, “না।” তখন তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা এখনও পরস্পর আন্তরিক বন্ধু হতে পারোনি।”[২৮]

উত্তম বন্ধুর চরিত্র হয় পবিত্র এবং গুণাবলি হয় প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে খারাপ বন্ধুর চরিত্র ও গুণাবলিও তার মতো খারাপ হয়। জনৈক কবি উত্তম বন্ধু ও খারাপ বন্ধুর পার্থক্য নির্ণয় করে বলেন :

وترى الكريم إذا تصرم وصله * يخفي القبيح ويظهر الإحسانا

وترى اللئيم إذا تقضى وصله * يخفي الجميل ويظهر البهتانا

‘সেই হলো উত্তম বন্ধু, যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তোমার নেতিবাচক বিষয়গুলো গোপন রাখে এবং ইতিবাচক বিষয়গুলো প্রকাশ করে। আর খারাপ বন্ধু হলো সে, যে বন্ধুত্ব ছিন্ন হওয়ার পর তোমার ভালো গুণসমূহ গোপন রাখে এবং খারাপ গুণসমূহ প্রকাশ তো করেই, তার সাথে তোমার কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়।’[২৯]

অন্য এক কবি বলেন :

إن الكريم الَّذِي تبقى مودته * ويحفظ السر إن صافى وإن صرما

ليس الكريم الَّذِي إن زل صاحبه * بث الَّذِي كَانَ من أسراره علما

‘সেই হলো উত্তম ও প্রকৃত বন্ধু, যে কোনো কারণে বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গেলেও বন্ধুত্বের আবেদন রক্ষা করে চলে এবং বন্ধুর গোপনীয় বিষয়গুলো কারও সামনে প্রকাশ করে না। সে বন্ধু উত্তম ও প্রকৃত বন্ধু নয়, যে বন্ধুর সাথে সম্পর্ক শীতল হয়ে গেলে বন্ধুর সব দোষ সবার সামনে উগরে দেয়।’[৩০]

জনৈক উপদেশদাতা বলেন, ‘এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বানাও, যে তোমার গোপন বিষয় ও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে; বিপদাপদে তোমার সাথে থাকবে;

---

২৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৮৭
২৯. আল-ইহইয়া : ১৯৫/২
৩০. তারিখু বাগদাদ : ৫/১৫৮

তোমার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেবে; তোমার ভালো ও ইতিবাচক বিষয়সমূহ প্রকাশ করবে এবং তোমার দোষ-ত্রুটি ও নেতিবাচক বিষয়গুলো গোপন রাখবে। যদি এমন বন্ধু পাওয়া না যায়, তখন কাউকে বন্ধু না বানিয়ে নিজের সাথেই বন্ধুত্ব করবে।'

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এমন লোকের বন্ধুত্ব থেকে আল্লাহর পানাহ চাওয়া আবশ্যক, যে ব্যক্তি তার বন্ধুর ভালো কাজে উৎসাহ দেয় না এবং খারাপ কাজ থেকে অনুৎসাহিত করে না; বন্ধু আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে পড়লে তাকে সেই গাফিলতির ওপর অটল থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মনে রাখবে, যে ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব খারাপ, সে ব্যক্তি তার বন্ধুদের চেয়েও খারাপ। কারণ, ভালো মানুষ ভালো মানুষদের সাথেই বন্ধুত্ব করে; আর খারাপ মানুষ বন্ধু হিসেবে খারাপ লোকদেরই বেছে নেয়। সুতরাং কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইলে একমাত্র ভালো লোকদের সাথেই বন্ধুত্ব করবে।'[৩১]

বিপদে বন্ধুর পরিচয়

প্রিয় ভাই, তোমার জন্য যখন পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যাবে, তোমার চলার পথ যখন পিচ্ছিল হয়ে যাবে, বিপদাপদ এসে চার পাশ থেকে যখন তোমাকে ঘিরে ধরবে, তখনই তোমার প্রকৃত বন্ধু কে তা প্রকাশ পাবে। প্রকৃত বন্ধু তখন তোমার পাশে দাঁড়াবে। সব বাধা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে চলার সাহস জোগাবে এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করে তোমার কষ্টের বোঝাকে হালকা করার চেষ্টা করবে।

আর যখন তোমার পৃথিবী উর্বর হবে এবং দুনিয়া তোমার জন্য প্রশস্ত ও অনুকূল হবে, তখন সবাই তোমার বন্ধু হবে।

কবি বলেন :

وكل الناس إخوان الرخاء إنما * الذي آخاك عند الشدائد

'সুখের সময় সকলেই তোমার বন্ধু। কিন্তু তোমার প্রকৃত বন্ধু সেই, যে কষ্টের মুহূর্তেও তোমার বন্ধু থাকে।'[৩২]

৩১. রওজাতুল উকালা : ১০২
৩২. আল-আজলাহ : ৫৪

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও সর্বাপেক্ষা কঠিন মুসিবত হলো মৃত্যু। প্রকৃত বন্ধু এই মুসিবতের সময়েও বন্ধুর পাশে দাঁড়ায়। মৃত্যুর সময় কালিমার তালকিন করে তাকে ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে সহযোগিতা করে। মৃত্যুর পরে তাকে স্মরণ রাখে; ভুলে যায় না। তার এতিম ও অসহায় সন্তানসন্ততির খোঁজখবর রাখে। তাদের অভিভাবকত্ব করে।

আমাদের সালাফের মধ্যে কেউ কেউ তো বন্ধুর মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন।[৩৩-৩৪]

এ জন্যই উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তোমরা সৎ ও পুণ্যবান লোকদের বন্ধু বানাও। কারণ তারা সচ্ছলতার সময় তোমাদের সৌন্দর্য ও অস্বচ্ছলতার সময় তোমাদের সম্বল হবে। কাউকে চূড়ান্তভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তোমার এমন অবস্থা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, যা সে অপছন্দ করে। শত্রু থেকে দূরে থাকবে এবং বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যতীত অন্যদের থেকে সতর্ক থাকবে। বিশ্বস্ত বন্ধু সে, যে আল্লাহকে ভয় করে। কোনো পাপীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না, তাহলে তুমিও তার থেকে পাপ কাজ শিখবে। এবং কোনো পাপীর কাছে তোমার গোপন বিষয় প্রকাশ কোরো না।'[৩৫]

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'পাপিষ্ঠদের সাথে থেকে উন্নতমানের খাবার খাওয়ার চেয়ে পুণ্যবান বন্ধুদের সাথে থেকে পাথর বহন করে জীবিকা অর্জন করা উত্তম।'[৩৬]

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার ইজ্জত-আবরু অক্ষুণ্ন রাখে। খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে কোনো খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না। ভালো মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার কাজে অলসতা করে না। কেননা, অভিজ্ঞ ও ভালো মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করলে নিজের ভেতর অনেক গোপন দোষ ধরা পড়ে, ফলে তা দূর করতে সহজ হয়।'

---

৩৩. আমিও ব্যক্তিগতভাবে এমন একজনকে চিনি, যিনি ১৮ বছর পর্যন্ত প্রয়াত বন্ধুর পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন। (লেখক)

৩৪. মিনহাজুল কাসিদিন : ১০৮

৩৫. মিনহাজুল কাসিদিন : ১০৮

৩৬. রওজাতুল উকালা : ১০০

সালাফের বন্ধুত্ব বনাম আমাদের বন্ধুত্ব

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের অধিকার ও দাবি আদায় করি না। অথচ আমাদের সালাফ ক্ষণিকের বন্ধুত্বের দাবি আদায়েও সচেষ্ট ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি প্রায় সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করতেন। চলার পথে মাঝেমধ্যে এমনিতেই তার পাশে বসতেন; কোনো উদ্দেশ্য বা তার সাথে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বসতেন না। তবে যখন তিনি তার কাছ থেকে উঠে চলে আসতেন, তখন তার কুশল জিজ্ঞেস করতেন। সে সুস্থ হলে তার সাথে সুসম্পর্কের আবেশ রেখে চলে আসতেন। অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন।[৩৭]

বন্ধুর প্রতি কতিপয় হক ও দায়িত্ব রয়েছে। সাইদ ইবনুল আস ﵁ বলেন, 'আমার ওপর আমার বন্ধুর তিনটি হক রয়েছে। ১. যখন সে আমার নিকট আসবে, তখন তাকে স্বাগতম জানাব। ২. সে কোনো কথা বললে আমি মনোযোগ দিয়ে তা শুনব। এবং ৩. সে যখন আমার পাশে বসবে, তখন তার জন্য জায়গা প্রশস্ত করব।'[৩৮]

আল্লাহ তাআলা মুমিন বন্ধুদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল।' অর্থাৎ তারা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও পরস্পর সম্মান প্রদর্শনকারী। সহানুভূতির অর্থ কেবল ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো ও সচ্ছলতার সময় পাশে থাকা নয়; বরং এর অর্থ হলো, বন্ধুর বিচ্ছেদে কষ্ট অনুভব করা এবং বন্ধুর অনুপস্থিতিতে মনের মাঝে শূন্যতা অনুভব করা।[৩৯]

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ

'আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তম বন্ধু সে, যে তার বন্ধুর নিকট উত্তম।'[৪০]

---

৩৭. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৬০

৩৮. আল-ইহইয়া : ২/১৯১

৩৯. আল-ইহইয়া : ২/১৯১

৪০. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৪৪

উত্তম বন্ধু বনাম খারাপ বন্ধু

হে ভাই, উত্তম ও পুণ্যবান বন্ধু গ্রহণ করো। ভালো ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের সংশ্রবে থাকো। তারা তোমার কঠিন সময়ে তোমাকে সাহায্য করবে। বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করবে। কল্যাণ অর্জনে তোমাকে সহায়তা করবে। বিপদে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেবে এবং সাহস জোগাবে।

অপরদিকে যারা খারাপ বন্ধু, তারা তোমার সামনে অশ্লীল ও মন্দ কাজকে সুন্দর করে উপস্থাপন করবে। ইবাদত-বন্দেগি থেকে তোমাকে দূরে রাখবে। হারাম কাজের পথ দেখাবে। এমন বন্ধুর মাধ্যমে না তুমি দুনিয়াতে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারবে, না আখিরাতে তারা তোমার কোনো উপকারে আসবে। বরং আখিরাতে তারাই তোমার দুর্ভোগ ও লজ্জার কারণ হবে। কিয়ামতের দিন এই বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং এই মিলন ও ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

'বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহভীরুরা নয়।'[৪১]

আবু দারদা ﷺ প্রায় সময় কবরস্থানের পাশে বসে থাকতেন। লোকেরা তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, 'এখানে আমি এমন লোকদের নিকট বসি, যারা আমাকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি যখন তাদের থেকে অনুপস্থিত থাকি, তখন তারা আমার গিবত করে না।'[৪২]

বন্ধু নির্ণয়ে বুদ্ধি ও বয়সের গুরুত্ব

সালাফে সালিহিন দ্বীনদার, মুত্তাকি, বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান বয়স্ক লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতেন।

আবু আমর ইবনুল আলা ﷺ বলেন, 'সাইদ বিন জুবাইর ﷺ আমাকে যুবকদের

৪১. সুরা আজ-জুখরুফ : ৬৭

৪২. মিনহাজুল কাসিদিন : ৪৩২

মাঝে বসে থাকতে দেখে বললেন, "তুমি যুবকদের সাথে কী করো? তোমার তো বৃদ্ধদের সাথে থাকা উচিত।"'[৪৩]

কমবয়সী লোকদের সংশ্রবে থাকার চেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক লোকদের সংশ্রবে থাকার উপকারিতা বেশি। কারণ বয়স্ক লোকদের মুখ থেকে হিকমতপূর্ণ ও শিক্ষণীয় কথা বের হয়। তাদের নিকট বিগত সময়ের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পরামর্শ পাওয়া যায়। এ দুটির পাশাপাশি তাদের মজলিসে থাকে আল্লাহর জিকির, ইসতিগফার, তাসবিহ, তাহমিদ ইত্যাদি। এদের মজলিসে যারা উপস্থিত হয়, তারা লাভবান হয় এবং যারা তাদের সুহবতে লেগে থাকে, তাদের ইলম ও হিকমত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যদি সুহবত ও সংশ্রব গ্রহণ করার জন্য এমন বয়স্ক লোকদের পাওয়া না যায়, তখন আবু দারদা ﷺ-এর কথাই মেনে নেওয়া উত্তম। তিনি বলেন, 'একাকী থাকার চেয়ে উত্তম লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা উত্তম। খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার চেয়ে একা থাকা উত্তম। নীরব থাকার চেয়ে মানুষকে কল্যাণের বিষয় লেখানো উত্তম। অকল্যাণের বিষয় লেখানোর চেয়ে নীরব থাকা উত্তম।'

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'জ্ঞানীরা কখনো খারাপ লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। কারণ খারাপ বন্ধু অঙ্গারের মতো—বাইরের আবরণের ভেতর লুকিয়ে রাখে বিদ্বেষের আগুন। সে কখনো বিশ্বস্ত বন্ধু হয় না এবং বন্ধুত্বের দাবিও পালন করে না।'

চারটি বিষয়ের মধ্যে মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। ১. স্ত্রী আনুগত্যশীল হওয়া। ২. সন্তান পুণ্যবান হওয়া। ৩. ভাই-বন্ধুরা উত্তম ও সদাচারী হওয়া। এবং ৪. রিজিকের ব্যবস্থা নিজ শহরে হওয়া।

খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার চেয়ে কুকুরের সাথে বন্ধুত্ব করা ভালো। কারণ খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করলে তার খারাপি ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।

জুহরি ﷺ বলেন, 'খারাপ চরিত্রের লোকদের নিকট থেকে কোনো উপকার অর্জন করা যায় না।'[৪৪]

---

৪৩. রওজাতুল উকালা : ১০১

৪৪. রওজাতুল উকালা : ৬৫

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ বলেন, 'নির্বোধ ব্যক্তি পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রের মতো, যার একদিকে সেলাই করলে অন্যদিকে ছিঁড়ে যায়। এবং মাটির পাত্রের মতো, যা একবার ভেঙে গেলে দ্বিতীয়বার তৈরি করা তো যায় না; তারপর তা আর কোনোদিন আসল মাটিতেও পরিণত হয় না, যার ওপর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে।

নির্বোধ ব্যক্তির পরিচয় হলো, তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব করলে সে তোমার জীবনকে বিষিয়ে তোলে; তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তোমার দুর্নাম রটায়; তোমাকে কিছু দান করলে তার খোটা দেয়; তোমার কাছে তার গোপনীয় কোনো বিষয় গচ্ছিত রাখলে তোমার বিরুদ্ধে তা ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ আনে; তুমি তার কাছে গোপনীয় কোনো বিষয় গচ্ছিত রাখলে তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করে; সে তোমার চেয়ে উচ্চস্তরের হলে তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের হলে তোমার সাথে হিংসা করে।'[৪৫]

পাপিষ্ঠ লোকের সাথে বন্ধুত্বের কুফল

হে মুসলিম ভাই, পাপিষ্ঠ লোকের সাথে বন্ধুত্বের পরিণতি বিচ্ছেদ, ক্ষতি ও বিপদ ছাড়া কিছুই নয়। একদিন না একদিন এই বন্ধুত্ব ভেঙে যায় এবং ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, পাপিষ্ঠ লোকদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন মাকড়সার জালের মতো ঠুনকো—সামান্যতেই অস্তিত্ব হারায়।

আলি বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'যে দুই ব্যক্তি পাপকর্মের ওপর পরস্পর বন্ধুত্ব করে, এই পাপকর্মের কারণেই অতি দ্রুত তাদের বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে যায়।'[৪৬]

এর কারণ হলো, নাফরমানি ও পাপের ওপর ভিত্তি করে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা মাকড়সার জালের মতো খুবই দুর্বল ও ঠুনকো হয়। সামান্যতেই ভেঙে যায়। কারণ, এ সম্পর্কের ভিত্তি স্বার্থ ও অসত্যের ওপর হয়। সুতরাং স্বার্থ অর্জিত হয়ে গেলে বা পূরণ না হলে সে সম্পর্ক আর টিকে থাকে না।

---

৪৫. রওজাতুল উকালা : ১২২

৪৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/১২১

পক্ষান্তরে যে সম্পর্ক হয় দ্বীনের জন্য এবং যার ভিত্তি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি; সে সম্পর্ক অনেক মজবুত ও স্থায়ী হয়। এখানে একজন গাফিল হলে অপরজন তাকে সতর্ক করে দেয়। একজন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়লে আরেকজন তাকে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ, এই সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রত্যেকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে; তাঁর নিকট প্রতিদানের আশা করে এবং পরস্পর ভালোবাসার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের আশা করে।

প্রিয় ভাই আমার, যে ব্যক্তি তোমাকে আল্লাহর হক ও অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং নাফরমানি থেকে নিষেধ করে, সেই হলো তোমার প্রকৃত বন্ধু। সেই হলো তোমার সবচেয়ে কাছের ও বিশ্বস্ত বন্ধু। বরং সে তোমার ওই সব বন্ধুর চেয়ে হাজারগুণ বেশি উত্তম, যারা তোমার প্রতি দয়া করে এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে ইহসান ও সহযোগিতাই হলো, প্রকৃত ইহসান ও সহযোগিতা।

বিলাল বিন সা'দ ﵀ বলেন, তোমার যে বন্ধু প্রতি সাক্ষাতে তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, সে তোমার ওই বন্ধুর চেয়ে উত্তম, যে প্রতি সাক্ষাতে তোমাকে এক দিনার করে দেয়।'[৪৭]

ভালো বন্ধু তোমাকে পরকালীন সফলতার পথ দেখাবে। ইবাদতের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তোমার সামনে কল্যাণের পথসমূহ উন্মুক্ত করে রাখবে। কারণ ভালো বন্ধুর মাঝে সর্বদা আল্লাহভীতি ও তাঁর অস্তিত্বের অনুভব জাগ্রত থাকে, যা তোমাকেও ছুঁয়ে যাবে।

ভালো ও পুণ্যবান লোকদের আল্লাহভীতি সম্পর্কিত একটি ঘটনা ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'তালহা বিন মুতাররিফ ﵀-এর ব্যাপারে আমি শুনেছি যে, একদিন তিনি কোনো কারণে খুব হাসলেন। তখন নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি হাসছ কেন? এভাবে হাসা তো কেবল

---

৪৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/২২৫

তার পক্ষেই মানায়, যে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে গেছে।" অতঃপর বললেন, "আমি কসম করছি যে, আমার চূড়ান্ত ফয়সালা সম্পর্কে যতদিন নিশ্চিত হব না, ততদিন পর্যন্ত হাসব না।" এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সত্যিই তাকে কোনো দিন হাসতে দেখা যায়নি।'[৪৮]

প্রিয় ভাই, ভালো ও দ্বীনদার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করলে ইবাদতের পথ সুগম হয়। সত্যপথে অটল থাকার সাহস অর্জিত হয়। আখিরাতের সফরের পাথেয় সংগ্রহ করা সহজ হয়। এ জন্যই সালাফে সালিহিন সব সময় উত্তম ও দ্বীনদার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের সংশ্রবে থাকার চেষ্টা করতেন।

ইবরাহিম আত-তাইমি ﷺ বলেন, 'তুমি যদি কাউকে তাকবিরে উলার (ইমামের সাথে সাথে নামাজ শুরু করা) ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখো, তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না।'[৪৯]

ভালো ও দ্বীনদার লোকদের ভালোবাসা ও তাদের সংশ্রবে থাকা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি কোনো বিরতি না দিয়ে লাগাতার রোজা রাখি, বিশ্রাম না নিয়ে সারারাত সালাত আদায় করি এবং আল্লাহর রাস্তায় অঢেল সম্পদ খরচ করি, কিন্তু আমার অন্তরে ইমানদারদের প্রতি ভালোবাসা এবং বেইমানদের প্রতি ঘৃণা না থাকে—তাহলে মৃত্যুর পর এগুলো আমার কোনো কাজে আসবে না।'[৫০]

আমরা যাদের আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, সেই সালাফের একটি নসিহত গভীরভাবে পড়ো। মুহাম্মাদ বিন ইউনুস বিন মুসা ﷺ বলেন, 'আমি জুহাইর বিন নুআইম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তাকে এক লোক বলল, "হে আবু আব্দুর রহমান, আপনি আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করুন।" তখন তিনি নসিহত করলেন, "সতর্ক থাকবে, গাফিলতির অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু না আসে।"'

---

৪৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৫
৪৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২১৫
৫০. আল-ইহইয়া : ২/১৭৫

উত্তম চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলি ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য। তেমনই একজন ভালো মানুষ হলেন ইয়াজিদ বিন আবু হাবিব ﵀। তিনি বলেন, 'আমি আমার কোনো বন্ধুকে আমার ওপর দুবার ক্রুদ্ধ হতে দিই না। কারণ (একবার ক্রুদ্ধ হওয়ার পর) আমি গভীরভাবে ভেবে দেখি, প্রথমবারে আমার কোন বিষয়টি সে অপছন্দ করেছে। অতঃপর তা পরিত্যাগ করি।'[৫১]

সালাফের পারস্পরিক বন্ধুত্বের গভীরতা

একদিন হাসান ﵀ ঘুমাচ্ছিলেন। তখন তার কয়েকজন বন্ধু ঘরে প্রবেশ করে তার ফল খেয়ে ফেললেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহর কসম, এটাই তো বন্ধুদের কাজ।'[৫২]

ফাতাহ আল-মসুলি ﵀ তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, বন্ধু বাড়িতে নেই। তখন তিনি দাসীকে সিন্দুক খুলে দিতে বললেন। তারপর সিন্দুক থেকে প্রয়োজন পরিমাণ মাল নিয়ে চলে গেলেন। মনিব বাড়িতে ফিরলে দাসী তাকে ঘটনার বিবরণ শোনাল। তখন বন্ধু খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার কথা যদি সত্য হয়, আজ থেকে তুমি মুক্ত।'

বর্তমান সময়ে এমন বন্ধুর উদাহরণ কোথায়?

আওজায়ি ﵀ তার এক বন্ধুর নিকট চিঠি লিখলেন, 'সালাম নিবেদনের পর, নিশ্চয় গুনাহ তোমাকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে রেখেছে। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা তা তোমার সাথেই থাকে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। ভয় করো কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং তোমার ব্যাপারে তাঁর সর্বশেষ ফয়সালাকে। ওয়াসসালামু আলাইকুম।'[৫৩]

প্রিয় মুসলিম ভাই, আমাদের সালাফ পরস্পর ভালো বন্ধু ছিলেন। তারা একে অপরকে সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করতেন এবং উত্তম উপদেশ দিতেন। ভালো বন্ধু থাকার এটাই লাভ। এ জন্যই আলি বিন আবু তালিব

৫১. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৩০
৫২. মিনহাজুল কাসিদিন : ১০৮
৫৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/১৪০

ﷺ বলেন, 'তোমরা অবশ্যই পুণ্যবান লোকদের বন্ধু বানাবে। কারণ তারা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের সাহায্যকারী হবে। তোমরা কি জানো না?—জাহান্নামিরা উত্তম বন্ধু না থাকার ওপর আক্ষেপ করে বলবে, فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (অতএব, আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই।[৫৪])'[৫৫]

বন্ধুর মাঝে দ্বীনদারি ও সচেতনতার সমন্বয় থাকতে হবে

হ্যাঁ, ভালো ও পুণ্যবান বন্ধু আসলেই দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম সাহায্যকারী হয়। তবে বন্ধুটি পুণ্যবান হওয়ার পাশাপাশি আবু সুলাইমান দারানি ﷺ-এর মতো সচেতনও হতে হবে—যিনি বলেন, 'আমি অনেক মানুষের মুখ থেকে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা শুনেছি, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর দলিল বা সমর্থন ব্যতীত তার একটাও গ্রহণ করিনি।'[৫৬]

কারণ বন্ধু যদি এরকম সচেতন না হয়, তখন অনেক ভ্রান্ত ও বাতিল কথাকে দ্বীনি কথা মনে করে তোমাকে বলবে। তখন লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লা ভারী হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন মাহফিল ও মজলিসে কুরআন-সুন্নাহর কথার চেয়ে অহেতুক গল্পগুজব ও হাসি-কৌতুক বেশি হয়। বরং কোনো কোনো মজলিসে কুরআন ও সুন্নাহকে নিয়ে মজা করা হয়, বিদ্রুপ করা হয়। আল্লাহ তাআলা এমন মজলিস থেকে আমাদের হিফাজত করুন।

সালাফ কারও সংশ্রবে যাওয়া বা কারও সাথে বন্ধুত্ব করার পূর্বে এতে কোনো দ্বীনি উপকার হবে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিতেন।

মালিক বিন দিনার ﷺ মুগিরা বিন হাবিব ﷺ-কে বলেন, 'হে মুগিরা, তোমার বন্ধুদের প্রতি তাকাও। তাদের মধ্য থেকে যার মাধ্যমে দ্বীনি কোনো উপকার হচ্ছে না, তার সঙ্গ ছেড়ে দাও।'[৫৭]

---

৫৪. সুরা আশ-শুআরা : ১০০-১০১

৫৫. আল-ইহইয়া : ২/১৭৫

৫৬. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৪২

৫৭. আজ-জুহদ : ৪৪৯, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৮৬

আসল কথা হলো, বন্ধুত্ব হোক বা আর যা-ই হোক, যেসব বিষয়ে দ্বীন নেই, তা তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন। এসব বিষয়ের পেছনে সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব তা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে দ্বীন ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের কারণে সম্পর্ক বিনষ্ট করা ঠিক নয়।

তুচ্ছ কারণে বন্ধুত্ব ছিন্ন করা ঠিক নয়

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন, 'প্রত্যেক মতভেদের কারণে যদি দুই মুসলমানের সম্পর্ক ছিন্ন হতো, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছুই থাকত না।'[৫৮]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷬ বলেন, 'যে দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বন্ধু খোঁজে, তাকে বন্ধু ছাড়াই থাকতে হবে।'[৫৯]

আবু হাতিম ﷬ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে কোনো প্রকৃত মুসলমানের বন্ধুত্ব দান করেন, তখন বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো, কখনো এ সম্পর্ক ছিন্ন না করা। সে যদি সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখনও তার সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখা। সে কোনো কিছু না দিলেও তার জন্য খরচ করা। দূরে ঠেলে দিতে চাইলে কাছে আসা। প্রকৃত মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব হলে এভাবে তার সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকতে হবে। নিজের স্বার্থের অনুকূলে হলে বন্ধুত্ব করা এবং স্বার্থের প্রতিকূলে হলে বন্ধুত্ব ছিন্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ, মানুষের অন্যতম বড় দোষ হলো, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলানো।'[৬০]

বন্ধুর তরফ থেকে অবন্ধুসুলভ কোনো আচরণ পাওয়া গেলে সাথে সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করা উচিত নয়। বরং ইতিবাচক কোনো ব্যাখ্যা করে বা বন্ধুর অপারগতা মনে করে তা মেনে নেওয়া চাই।

বিনতে আব্দুল্লাহ বিন মুতি তার স্বামী তালহা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফকে (যিনি তার সময়ে কুরাইশের সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন) বলেন, 'আমি

---

৫৮. মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৪/১৭৩

৫৯. রওজাতুল উকালা : ১৬৯

৬০. রওজাতুল উকালা : ১০৩

তোমার বন্ধুদের চেয়ে অকৃতজ্ঞ আর কাউকে দেখিনি।' তখন তিনি বললেন, 'চুপ করো, এভাবে বলছ কেন?' স্ত্রী বললেন, 'কারণ আমি লক্ষ করেছি যে, যখন তোমার অবস্থা সচ্ছল থাকে, তখন তারা তোমার সাথে থাকে; আর যখন তোমার অসচ্ছলতা আসে, তখন তারা তোমাকে পরিত্যাগ করে।' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তো এটাকে তাদের চারিত্রিক উদারতাই মনে করি। কারণ তারা এমন সময়ে আমার কাছে আসে, যে সময় তাদের হক আদায় করার সক্ষমতা আমার থাকে। এমন সময়ে আমার কাছে আসে না, যখন তাদের হক আদায় করতে আমি অক্ষম হয়ে পড়ি। এটা তো আমার প্রতি তাদের এক ধরনের অনুগ্রহই বলা যায়।'

সুবহানাল্লাহ! বন্ধুদের নেতিবাচক একটি কাজের কীরূপ ইতিবাচক ব্যাখ্যা দিলেন দেখো! স্বার্থপরতাকে তিনি চারিত্রিক উদারতা বলে ব্যাখ্যা করলেন। আসলে যাদের ইমান মজবুত, তাকওয়া দৃঢ় ও চরিত্র সুন্দর—তাদের পক্ষেই কেবল এটা সম্ভব।

প্রিয় ভাই আমার, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ একবার হজে যাওয়ার সংকল্প করলেন। তখন তার সঙ্গীদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা এ বছর হজে যাবে, তাদের খরচ আমার কাছে জমা দাও; সকলের পক্ষ থেকে আমি খরচ করব।' তখন সবাই নিজেদের খরচ তার কাছে জমা দিলেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির খরচ আলাদা আলাদা থলেতে ভরে—প্রত্যেক থলের ওপর মালিকের নাম লিখে একটি সিন্দুকে ভরে বাড়িতে রেখে দিলেন। অতঃপর নিজের ধনভান্ডার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও বাহন নিয়ে সঙ্গীদের সাথে নিয়ে হজের সফরে বেরিয়ে পড়লেন। হজের সময় সকলের জন্য প্রচুর পরিমাণে খরচ করলেন। যখন হজ শেষ হলো, তখন সবাইকে বললেন, 'তোমাদের পরিবারের লোকদের হাদিয়া দেওয়ার জন্য কিছু কিনতে হলে কিনে নাও। অতঃপর তিনি সবাইকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের পরিবারের লোকদের জন্য হাদিয়ার সামান কিনে দিলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে নিজ শহরের উদ্দেশে রওনা দিলেন। শহরে পৌছার পূর্বেই কিছু লোককে আগে পাঠিয়ে দিয়ে সবার বাড়ির দরজায় রং লাগালেন এবং তাদের বাড়ির পুরোনো জিনিসপত্র মেরামত করিয়ে দিলেন।

শহরে পৌঁছার পর একদিন সবাইকে তার বাড়িতে খানার দাওয়াত দিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর সিন্দুকটি খুললেন এবং নাম দেখে দেখে প্রত্যেকের থলে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা নিজ নিজ থলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল।[৬১]

প্রকৃত বন্ধুত্বের কতিপয় শর্ত

প্রিয় ভাই, প্রকৃত বন্ধুত্বের কিছু শর্ত রয়েছে। তা হলো, বন্ধুত্বের ভিত্তি হতে হবে ইমান ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এ ছাড়া যে বন্ধুত্ব কোনো স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তা প্রকৃত বন্ধুত্ব নয়। স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে এ বন্ধুত্ব আর থাকে না। আবার কখনো কখনো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর। এই বন্ধুত্বও ঠিক ততক্ষণই টিকে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির চাহিদা বাকি থাকে। এ ধরনের বন্ধুত্বে এক বন্ধু অপর বন্ধুর মাধ্যমে বেশি প্রতারিত হয়। পক্ষান্তরে যে বন্ধুত্ব ইমান ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, সেটাই প্রকৃত ও স্থায়ী বন্ধুত্ব।

প্রকৃত বন্ধু সে, যে তার বন্ধুর দুর্ব্যবহার সহ্য করে এবং তার ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে।

শুআইব বিন হারব ﷺ বলেন, 'দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে বসবে না : ১. এমন ব্যক্তির সাথে বসবে, যার কাছ থেকে তুমি ভালো ও কল্যাণকর বিষয় শিখতে পারবে। ২. এমন ব্যক্তির সাথে বসবে, যাকে তুমি ভালো ও কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দিলে সে তা গ্রহণ করবে। এ দুই ব্যক্তি ব্যতীত তৃতীয় কারও সাথে বসবে না।'[৬২]

বন্ধুত্বের তিন ক্যাটাগরি

ইবনুল জাওজি ﷺ-এর একটি কথার দ্বারা বন্ধুত্বের তিনটি পর্যায় বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'আমার সকল বন্ধুকে আমি একই পর্যায়ের মনে করতাম। কিন্তু পরে অনুভব করলাম, তাদের অনেকেই অবন্ধুসুলভ আচরণ করে এবং বন্ধুত্বের

---

৬১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/২০৩

৬২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৮

শর্ত লঙ্ঘন করে। তখন আমি এ জন্য তাদের ভর্ৎসনা করতে শুরু করলাম। কিছুদিন পর খেয়াল করে দেখলাম, এ তিরস্কার ও ভর্ৎসনা আসলে কোনো কাজে আসবে না। তারা যদি ভালোও হয়ে যায়, তা হবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার ভয়ে; বন্ধুত্বের আবেদনে নয়। তাই তাদের সাথে একদম সম্পর্ক ছিন্ন করার মনস্থ করলাম। অতঃপর আমার জানাচেনা সব মানুষ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলাম। দেখলাম, তারা সবাই তিনটি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত : সাধারণ পরিচিত, মৌখিক বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, কারও সাথে একদম সম্পর্ক ছিন্ন করব না। বরং কেউ অবন্ধুসুলভ আচরণ করলে তাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে মৌখিক বন্ধুতে স্থানান্তরিত করব। যদি তারও যোগ্য না হয়, তখন সাধারণ পরিচিতজনের মধ্যে রাখব। এবং পর্যায় ও ক্যাটাগরিভেদে সবার সাথে যথাযোগ্য আচরণ করব। তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে কারও বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই। আবার একদম সম্পর্ক ছিন্ন করাও ঠিক নয়।'

এবার তোমার চারপাশের বন্ধুদের প্রতি লক্ষ করো, তারা তোমার কোন পর্যায়ের বন্ধু। অতঃপর যে বন্ধু যে পর্যায়ের, তার সাথে তার উপযুক্ত আচরণ করো।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ বলেন, 'ওই বন্ধু কতই না খারাপ, যাকে বলতে হয়, "আমার জন্য দুআ কোরো।" আসলে বর্তমান সময়ে প্রকৃত বন্ধু খুবই কম। যাদের আমরা বন্ধু বলি, তারা আসলে পরিচিতজন বা মৌখিক বন্ধু; প্রকৃত বন্ধু নয়। সুতরাং তুমি এমন লোকদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করে প্রতারিত হোয়ো না। কারণ তাদের আসল স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া সময়ের ব্যাপার। কোন স্বার্থের কারণে সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব করেছে, তা অচিরেই প্রকাশ পাবে।'

প্রকৃত বন্ধু চেনার একটি প্রাচীন উপায়

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'তুমি যদি কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে চাও, তাহলে প্রথমে তাকে রাগান্বিত কোরো। এর পরও যদি তার থেকে উত্তম আচরণ দেখতে পাও, তাহলে তার সাথে বন্ধুত্ব কোরো। তবে বর্তমান সময়ে এভাবে বন্ধুত্ব পরীক্ষা করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এই সময়ে কাউকে রাগালে সাথে সাথেই সে শত্রু হয়ে যায়।'[৬৩]

---

৬৩. সাইদুল খাতির : ৪৯৭

তাদের সময়েই এটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাহলে আমাদের সময়ে তা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। কারণ এ যুগে মানুষের অন্তর অনেক স্বার্থপর ও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা নেই বললে চলে। ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে, তবে তা হাতে গোনা।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀ খারাপ চরিত্রের এক লোকের সাথে এক সফরে ছিলেন। তিনি লোকটির বোঝা বহন করেছেন এবং তার সাথে ভালো আচরণ করেছেন। অতঃপর যখন তার থেকে পৃথক হলেন, তখন কাঁদতে লাগলেন। কান্নার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'আমি ওই লোকটার প্রতি করুণাস্বরূপ কাঁদছি। কারণ আমি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি যে, তার মন্দ স্বভাবগুলো তার সাথেই রয়ে গেছে।'[৬৪]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'তুমি কারও সাথে বন্ধুত্ব করলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী লোকের সাথেই কোরো। কারণ সে তোমাকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে—যে পথে আছে শান্তি ও নিরাপত্তা। খারাপ চরিত্রের লোকের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না। কেননা সে তোমাকে অকল্যাণের পথে নিয়ে যাবে—যে পথে আছে কষ্ট ও অনিরাপত্তা। খারাপ চরিত্রের ইবাদতগুজার লোকের চেয়ে উত্তম চরিত্রের ফাসিক লোকের সাথে বন্ধুত্ব করা উত্তম। কারণ উত্তম চরিত্রের ফাসিক ব্যক্তি তার বিবেক ও উত্তম চরিত্রের দাবি অনুযায়ী মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। তাই মানুষ তাকে ভালোবাসে। কিন্তু খারাপ চরিত্রের ইবাদতগুজার ব্যক্তি তার খারাপ চরিত্রের কারণে মানুষের কষ্টের কারণ হয়। ফলে মানুষ তাকে ঘৃণা করে।'[৬৫]

উত্তম চরিত্র ও খারাপ চরিত্রের প্রকৃত অর্থ কী?

প্রিয় ভাই, খারাপ চরিত্র বলতে কী বোঝায়? এবং উত্তম চরিত্র জানার উপায় কী? চলো, সালাফের কথায় তার উত্তর খুঁজি।

ইউসুফ বিন আসবাত ﵀ বলেন, 'উত্তম চরিত্রের আলামত দশটি। ১. মতানৈক্য কম করা। ২. অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। ৩. অন্যের

---

৬৪. আল-ইহইয়া : ১০/৫৭

৬৫. রওজাতুল উকালা : ৬৪

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করা। ৪. অন্যের থেকে নেতিবাচক কিছু দেখলে তার যথাসম্ভব ইতিবাচক ব্যাখ্যা দেওয়া। ৫. অন্যের ভুলের ক্ষেত্রে তার অপারগতা মেনে নেওয়া। ৬. কষ্ট সহ্য করা। ৭. নিজেকে তিরস্কার করা। ৮. অন্যের দোষ না খুঁজে নিজের দোষ খোঁজা। ৯. ছোট-বড় সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা। এবং ১০. ছোট-বড় সকলের সাথে নরম ও কোমল ভাষায় কথা বলা।'[৬৬]

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি মৌলিক চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ করেন :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ * وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ * إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাকো। আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'[৬৭]

এ আয়াতদ্বয়ে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন-সম্পর্কিত চারটি মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। ১. ক্ষমা করা। ২. সৎ কাজের আদেশ দেওয়া। ৩. জাহিলদের এড়িয়ে চলা। এবং ৪. শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

জাফর সাদিক ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সকল মৌলিক উত্তম চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন আয়াত পবিত্র কুরআনে এ দুটিই আছে।'[৬৮]

উমর বিন খাত্তাব ﵁ কল্যাণ অর্জনের সহজ পন্থা দেখিয়ে বলেন, 'কল্যাণ অর্জনের সহজ পন্থা হলো, সবার সাথে হাসিমুখে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও কোমল ভাষায় কথা বলা।'[৬৯]

---

৬৬. আল-ইহইয়া : ৩/৭৭

৬৭. সুরা আল-আরাফ : ১৯৯-২০০

৬৮. ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার : ৮/৩০৬

৬৯. আল-ইহইয়া : ৩/১২৯

আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসার কতিপয় আদব

আল্লাহ জন্য পরস্পর ভালোবাসা ও দেখা-সাক্ষাতের কিছু আদব রয়েছে। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব মুজাহিদ বিন জাবার ﷺ-এর একটি কথায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'তুমি তোমার ভাইয়ের দিকে অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে তাকাবে না। এবং কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে? বা এ টাইপের বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে তাকে অস্বস্তিতে ফেলবে না।'[৭০]

কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতে এ ধরনের অমূলক ও অস্বস্তিকর প্রশ্নই বেশি থাকে। এসব থেকে বাঁচার জন্যই মালিক বিন দিনার ﷺ নির্বোধ ও মূর্খ লোকদের সাথে তেমন একটা মেলামেশা করতেন না। তিনি বলেন, 'আমি নির্বোধ ও মূর্খ লোকদের সাথে খুব একটা মেলামেশা করিনি।'

প্রিয় ভাই, আজ সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'আমি ইবনে উমর ﷺ-এর সুহবত গ্রহণ করেছিলাম তাঁর খিদমত করার জন্য। কিন্তু তিনিই আমার খিদমত করতেন।'[৭১]

সালাফের গুণাবলি ও চরিত্র এমনই ছিল। এমন গুণাবলি ও চরিত্রের মাধ্যমেই বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

মাইমুন বিন মিহরান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমি আমার কোনো বন্ধু থেকে অপছন্দনীয় ও অবন্ধুসুলভ কোনো আচরণ পাইনি। এর কারণ তিনটি। ১. বন্ধু যদি আমার চেয়ে উচ্চস্তরের হয়, তখন আমি তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিই। ২. সে যদি আমার সমপর্যায়ের হয়, তখন নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দিই। এবং ৩. সে যদি আমার চেয়ে নিম্নস্তরের হয়, তখন তার ব্যাপারে আমি সতর্ক থাকি।"'[৭২]

---

৭০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২০৯

৭১. আস-সিয়ার : ১/৭৫৪

৭২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৭৫৪

বনি আদমের একটি সাধারণ রোগ

অধিকাংশ মানুষের একটি কমন রোগ সম্পর্কে হাসান ﷺ বলেন, 'বনি আদম অন্যের ধারণাপ্রসূত দোষের কারণে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে; কিন্তু তার নিজের দোষের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে সাফাই গায়।'[৭৩]

তুমি নিজের দোষের ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে জানো, তবুও এর জন্য নিজেকে ঘৃণা করো না। কিন্তু বন্ধুদের দোষ সম্পর্কে ভাসা ভাসা জানা সত্ত্বেও তাদের ঘৃণা করো। এটা ঠিক নয়। সত্যিকারের বন্ধুত্বের মাঝে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ একদমই থাকতে পারবে না। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হবে, সে কঠিনতম দিনেও আল্লাহভীরু প্রকৃত বন্ধুরা বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখবে; শত্রুতে পরিণত হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

'বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহভীরুরা নয়।'[৭৪]

আহমাদ বিন হারব ﷺ বলেন, 'আমি পঞ্চাশ বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করেছি, কিন্তু ইবাদতের স্বাদ পাইনি। তবে যখন তিনটি বিষয় ছেড়ে দিয়েছি, তখন থেকে ইবাদতের স্বাদ অনুভব করেছি। ১. আমি মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা ছেড়ে দিয়েছি, তখন থেকে নির্ভীকচিত্তে সত্য বলতে পারি। ২. আমি ফাসিকের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছি, তখন থেকে ভালো ও পুণ্যবান লোকদের সুহবত অর্জন করতে পেরেছি। এবং ৩. আমি দুনিয়ার স্বাদ ত্যাগ করেছি, তখন থেকে আখিরাতের স্বাদ পেতে শুরু করেছি।'[৭৫]

বন্ধু থাকা ভালো। তবে বন্ধুটি অবশ্যই ভালো ও চরিত্রবান হতে হবে। যদি এমন কোনো বন্ধু পাওয়া না যায়, যে দ্বীনের ক্ষেত্রে উত্তম সহযোগী হবে এবং ইবাদতে সাহায্য করবে—তখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর কথা অনুযায়ী একাকী থাকাই উত্তম। তিনি বলেন, 'একাকিত্ব আমার হৃদয়কে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি দেয়।'[৭৬]

---

৭৩. আল-হাসানুল বসরি : ১০৬

৭৪. সুরা আজ-জুখরুফ : ৬৭

৭৫. আস-সিয়ার : ১১/৩৪

৭৬. আস-সিয়ার : ১১/২২৬

আল্লাহর জন্য ভালোবাসাই প্রকৃত ভালোবাসা

একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসাই হলো প্রকৃত ও স্থায়ী ভালোবাসা। এই ভালোবাসা দুনিয়াতে শুরু হলেও তা আখিরাতেও অটুট থাকে। কারণ এই ভালোবাসার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যের ওপর। এবং দ্বীনের অনুসরণ এই ভালোবাসার স্বচ্ছতা ও স্থায়িত্বকে টিকিয়ে রাখে।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

'মানুষ যাকে ভালোবাসে, তার সাথেই থাকবে।'[৭৭]

কল্যাণকর ভালোবাসা কল্যাণের পথেই পরিচালিত করে। কারণ মুমিনের ইমানের দাবি হলো, সে কাউকে ভালোবাসবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং কাউকে ঘৃণা করবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই। ফলে মুমিন আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের ভালোবাসবে; তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে; তাদের নিকট যাতায়াত করবে; তাদের কল্যাণকামী হবে; বিপদাপদে তাদের পাশে দাঁড়াবে এবং সান্ত্বনা দেবে। কারণ তারাই হলেন মুমিনের প্রকৃত বন্ধু ও আপনজন।

আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা নিছক একটি সম্পর্ক নয়; বরং এটি একটি ইবাদত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হয়। ইমানের স্বাদ অনুভব করা যায়। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

'যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে সে ইমানের স্বাদ অনুভব করবে।

---

৭৭. সহিহুল বুখারি : ৬১৬৮

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ অন্য সব বিষয়ের চেয়ে প্রিয়তর হওয়া। ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। ৩. কুফরি থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা।'[৭৮]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি কোনো বিরতি না দিয়ে লাগাতার রোজা রাখি, বিশ্রাম না নিয়ে সারারাত সালাত আদায় করি এবং আল্লাহর রাস্তায় অঢেল সম্পদ খরচ করি, কিন্তু আমার অন্তরে ইমানদারদের প্রতি ভালোবাসা এবং বেইমানদের প্রতি ঘৃণা না থাকে—তাহলে মৃত্যুর পর এগুলো আমার কোনো কাজে আসবে না।'[৭৯]

যে ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থ বা মানবিক দুর্বলতার ওপর এ ভালোবাসা গড়ে ওঠেনি। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এ ভালোবাসার সৃষ্টি।

সুফইয়ান ﷺ বলেন, 'মুজাম্মা আত-তাইমি ﷺ-এর প্রতি আমার ভালোবাসার মতো নিঃস্বার্থ ও নির্ভেজাল অন্য কোনো আমল আমার নেই।'[৮০]

তার এ কথাটি তার আমলের নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণিত করে। এটাই তো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। হ্যাঁ, এটাই আল্লাহর জন্য ভালোবাসার প্রকৃত রূপ।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার জন্য ইতিবাচক মনোভাব আবশ্যক

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা মুসলমানের চরিত্রকে উন্নত করে এবং তাকে পদস্খলন ও কুধারণা পোষণ করা থেকে মুক্ত রাখে।

উমর বিন হাফস ﷺ বলেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ আমাকে বলেন, "মুসলমানের মুখনিঃসৃত সব কথার যথাসাধ্য ইতিবাচক অর্থ করার চেষ্টা

---

৭৮. সহিহ মুসলিম : ৪৩

৭৯. আল-ইহইয়া : ২/১৭৫

৮০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১০৮

করবে। যদি কোনোভাবেই ইতিবাচক অর্থ করা সম্ভব না হয়, কেবল তখনই তার নেতিবাচক অর্থের দিকে যাবে।"'[৮১]

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোনো ব্যক্তি যদি মানুষের আন্তরিকতা ও যত্ন কামনা করে, তখন তাকে অবশ্যই ওই সব লোকের কাছে যেতে হবে এবং মিশতে হবে, যারা তাদের নিকট তার আসাকে পছন্দ করে।[৮২]

সুতরাং হে ভাই, লোকদের তোমার অবস্থানে এবং তোমাকে লোকদের অবস্থানে নিয়ে চিন্তা করো, তারা তোমার কী কী বিষয় পছন্দ বা অপছন্দ করে এবং তুমি তাদের কোন কোন বিষয় পছন্দ বা অপছন্দ করো? এভাবে ভেবে-চিন্তে মানুষের সাথে সম্পর্ক ও লেনদেন করলে অনেক সমস্যাকে সহজে এড়ানো যায় এবং অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়।

বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন দেখবে, বন্ধুরা তোমাকে সম্মান করছে, তখন এটাকে তোমার প্রতি তাদের অনুগ্রহ ও ভদ্রতা মনে করবে। আর যখন দেখবে, তোমার প্রতি তাদের সম্মানে ভাটা পড়েছে, তখন ধরে নেবে, তোমার কোনো গুনাহের কারণেই এমন হচ্ছে।'[৮৩]

আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমার মুমিন ভাইয়ের মুখ থেকে বের হওয়া কথার যতক্ষণ পর্যন্ত ইতিবাচক অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটার নেতিবাচক অর্থ বা ব্যাখ্যা করবে না।'[৮৪]

আব্দুল্লাহ বিন জাইদ আল-জারমি ﷺ বলেন, 'তোমার নিকট কোনো মুমিন ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি এমন আচরণ পৌঁছে, যা তুমি অপছন্দ করো, তখন এর জন্য তার পক্ষে কোনো অজুহাত দাঁড় করাও। কোনো অজুহাত পাওয়া না গেলেও নিজেকে এ বলে প্রবোধ দাও যে, "হয়তো আমার অজানা কোনো অজুহাত বা অপারগতার কারণে সে এমন আচরণ করেছে।"'[৮৫]

---

৮১. তারিখুল খুলাফা : ৩২২

৮২. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৯৪

৮৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৪৮

৮৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/২১২

৮৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৩৮

সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা বন্ধুত্বের অন্যতম দাবি

হাম্মাদ ﷺ বলেন 'আমি আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি ﷺ-এর চেয়ে লোকদের সামনে অধিক হাস্যোজ্জ্বল আর কাউকে দেখিনি।'[৮৬]

হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় থাকা ভালো, তবে তা শুধু মুসলমানদের সামনে। কাফিরদের সামনে অত আন্তরিকতা দেখানোর প্রয়োজন নেই। সুফইয়ান সাওরি ﷺ-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'আমি কি ইহুদি-নাসারাদের সাথে মুসাফাহা করতে পারব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যদি পা দ্বারা করো, তাহলে ঠিক আছে।'[৮৭]

এর কারণ হলো, মুসলমানদের আলাদা একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে—মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ এ সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য নয়।

মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﷺ-এর কিছু বাড়ি ছিল, যেগুলো তিনি জিম্মি (ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত ও কর দিয়ে থাকা কাফির জনগণ) ছাড়া কাউকে ভাড়া দিতেন না। একদিন এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'প্রতি মাসের শুরুতে ভাড়া আদায়ের জন্য চাপাচাপি করার প্রয়োজন পড়ে। আর কোনো মুসলমানকে ভাড়ার জন্য চাপ দেওয়াকে আমি পছন্দ করি না।'[৮৮]

এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের অন্তরে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সহানুভূতি ও মর্যাদাবোধ থাকা আবশ্যক। কারণ আল্লাহ তাআলা এটাকে মুসলমানদের অন্যতম গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেন, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[৮৯]

মুহাম্মাদ বিন আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবু হামজা আস-সুক্কারি ﷺ-এর এক প্রতিবেশী তার বাড়ি বিক্রি করার ইচ্ছা করল। যখন তাকে বাড়ির মূল্য জিজ্ঞেস করা হলো, তখন সে বলল, "বাড়ির মূল্য দুই হাজার এবং আবু হামজার প্রতিবেশিত্বের মূল্য দুই হাজার—মোট চার হাজার টাকা।" সংবাদটি

---

৮৬. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৩১

৮৭. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান : ২/৩৮৮

৮৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২১৮

৮৯. সুরা আল-ফাতহ : ২৯

যখন আবু হামজা ﵀-এর কানে গেল, তখন তিনি প্রতিবেশী লোকটির নিকট চার হাজার টাকা পাঠিয়ে বললেন, "বাড়িটি বিক্রি কোরো না।"'[৯০]

আমাদের সালাফ মুসলমানদের আল্লাহর বিধান মানতে দেখলে এবং কল্যাণমূলক কাজের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আগ্রহ দেখলে অত্যন্ত খুশি হতেন। আবার স্পষ্ট বাক্যে সে খুশি প্রকাশ করতেন।

সালিহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ বলেন, 'আমাদের এক প্রতিবেশী দাঁড়িতে মেহেদি মেখে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তখন আব্বাজান বললেন, 'আমি লোকটিকে রাসুল ﷺ-এর একটি সুন্নাত জিন্দা করতে দেখে খুশি হয়েছি।'[৯১]

প্রিয় ভাই, সালাফের অবস্থা কেমন ছিল, আর আমাদের অবস্থা কী?

আবু মুআবিয়া আল-আসওয়াদ ﵀ বললেন, 'আমার সকল বন্ধু আমার চেয়ে উত্তম।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তা কীভাবে, হে আবু মুআবিয়া?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার বন্ধুরা আমাকে তাদের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর যারা আমাকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মহানুভবতা দেখায়, তারা তো অবশ্যই আমার চেয়ে উত্তমই হবে।'

ইসলামের মাধ্যমেই এই গুণগুলো পূর্ণতা পেয়েছে এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। আর এ গুণগুলো অবলম্বন করেই আমাদের সালাফ উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পৃথিবীর বুকে।

বন্ধুর ভুল ধরিয়ে দিতে হবে গোপনে

দুনিয়া হলো ভুল-ভ্রান্তি আর স্খলনের জায়গা। সুতরাং তোমার বন্ধুর ভুল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সে কখনো দ্বীনের ক্ষেত্রে ভুল করবে, আবার কখনো বন্ধুত্বের হক আদায়ের ক্ষেত্রে তার পদস্খলন ঘটবে। যদি সে দ্বীনের ক্ষেত্রে ভুল করে এবং কোনো অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তুমি তার জন্য উত্তম নসিহতকারী হবে এবং হিকমতপূর্ণ পন্থায় তাকে ভুল

---

৯০. আস-সিয়ার : ৭/৩৮৭

৯১. আস-সিয়ার : ১১/২৩৫

থেকে ফিরিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করবে। আবারও বলছি, বন্ধুকে সতর্ক করতে হবে অবশ্যই হিকমতপূর্ণ পন্থা ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে। সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'আমি সা'দ বিন কিদাম ﷺ-কে বললাম, "কেউ আপনার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিক, তা কি আপনি পছন্দ করেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "যদি নসিহতকারীর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তা অবশ্যই পছন্দ করি। আর যদি তিরস্কারকারীর পক্ষ থেকে হয়, তবে তা পছন্দ করি না।"'[৯২]

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন :

تعمدني بنصحك في انفرادي * وجنبني النصيحة في الجماعة

فإن النصح بين الناس نوع * من التوبيخ لا أرضى استماعه

فإن خالفتني وعصيت قولي * فلا تجزع إذا لم تعط طاعة

'যদি তুমি আমাকে নসিহত করতে চাও, তবে নির্জনে নসিহত কোরো। জনসম্মুখে নসিহত কোরো না। জনসম্মুখে নসিহত করা তিরস্কারের আধুনিক সংস্করণ। আর তিরস্কার শুনতে কারোই ভালো লাগে না। আমার অনুরোধটি যদি রাখতে না পারো, তাহলে তোমার কথা না মানার কারণে আমার প্রতি মনঃক্ষুণ হোয়ো না।'

একদা আবু দারদা ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে সদ্য একটি গুনাহের কাজ করেছে। সেই গুনাহের কারণে লোকেরা তাকে তিরস্কার করছিল। আবু দারদা ﷺ বললেন, 'এই লোকটা যদি কোনো কূপে পড়ে যেত, তোমরা কি তাকে তুলে নিতে না?' তারা বলল, 'অবশ্যই তুলে নিতাম।' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমাদের ভাইকে তিরস্কার করো না। বরং এই গুনাহ থেকে তোমাদের বিরত রাখার ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।' লোকেরা বলল, 'আমরা কি তাকে ঘৃণাও করতে পারব না?' তিনি বললেন, 'এখানে তার কর্মটিই ঘৃণার যোগ্য। যদি সে কাজটি ছেড়ে দেয়, তখন সে তোমাদেরই ভাই।'[৯৩]

---

৯২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/২১৭

৯৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৬৪০, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২২৫

সালাফের দুই ভাই সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাদের একজন হকের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। তখন অপর ভাইকে বলা হলো, 'আপনি কি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই মুহূর্তেই তো তার সাথে থাকা বেশি জরুরি, যেন তাকে উত্তম ও সুন্দর ভাষায় নসিহত করে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে পারি।'[৯৪]

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'মানুষের বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো, উত্তম আচরণ অবলম্বন এবং মন্দ স্বভাব পরিত্যাগের মাধ্যমে লোকদের নিকট প্রিয় হওয়া। কারণ উত্তম আচরণ মানুষের পাপসমূহ এমনভাবে গলিয়ে দেয়, যেভাবে সূর্যরশ্মি বরফকে গলিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে খারাপ স্বভাব মানুষের নেক আমলসমূহ এমনভাবে নষ্ট করে দেয়, যেভাবে বিষ মধুকে নষ্ট করে দেয়। কোনো মানুষের মধ্যে যদি অনেকগুলো ভালো গুণের সাথে একটিমাত্র খারাপ স্বভাব থাকে, তাহলে সেই একটি খারাপ স্বভাবই সকল ভালো গুণকে নষ্ট করে দেবে।'[৯৫]

অনুগ্রহশীল ও কল্যাণকামী বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ বলেন, 'সেই তোমার প্রকৃত বন্ধু, যে তোমার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তোমাকে অবগত করে এবং গুনাহের কাজ থেকে সতর্ক করে।'

আমাদের সালাফ জনসম্মুখে কারও ভুল ধরতেন না এবং কাউকে উপদেশ দিতেন না। যদি একান্তই কখনো কাউকে জনসম্মুখে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হতো, তখন খুবই সতর্কতার সাথে উত্তম ও কোমল ভাষায় উপদেশ দিতেন। একবার আলি বিন হুসাইন ﷺ মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হলেন। পথে এক লোক তাকে গালি দিল। তখন লোকজন তার ওপর হামলে পড়লে তিনি বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও।' অতঃপর লোকটিকে বললেন, 'আমার কোনো দোষের কারণেই তো আমাকে গালি দিয়েছ। কিন্তু এ ছাড়াও আমার অনেক দোষ আছে, যা সম্পর্কে তুমি জানো না। সেসব জানতে ইচ্ছে হলে বলো; আমি বলতে প্রস্তুত।' তখন লোকটি ভীষণ লজ্জা পেল। অতঃপর হুসাইন ﷺ তার নিকট যা ছিল, তা লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং আরও এক হাজার দিরহাম দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন।'[৯৬]

---

৯৪. আল-ইহইয়া : ২/২০০

৯৫. রওজাতুল উকালা : ৬৪

৯৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/১১৮

হাবিব আল-জাল্লাব ﷺ বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারক ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "মানুষের নিকট আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত কী?" তিনি বললেন, "তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা।" আমি বললাম, এটা না থাকলে?" তিনি বললেন, "উত্তম চরিত্র।" আমি বললাম, "এটা না থাকলে?" তিনি বললেন, "উত্তম বন্ধু—যে তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়।" আমি বললাম, "তাও না থাকলে?" তিনি বললেন, "চুপ থাকা।" আমি বললাম, "এটাও না থাকলে?" তিনি বললেন, "দ্রুত মৃত্যুবরণ করা।"'[৯৭]

সালাফ কাউকে উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছা করলে গোপনে উপদেশ দিতেন। এ সম্পর্কে জনৈক সালাফ বলেন, 'গোপনে উপদেশ দেওয়াই মূলত উপদেশ। জনসম্মুখে উপদেশ দেওয়া তিরস্কারের অন্তর্ভুক্ত।'

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ নসিহতকারী ও তিরস্কারকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, 'মুমিন তার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে এবং অগোচরে উপদেশ দেয়; আর ফাসিক তা সবার সামনে প্রকাশ করে তাকে লজ্জা দেয়।'[৯৮]

আবু দারদা ﷺবলেন, 'বন্ধুকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে তাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলো না। তার মতো বন্ধু আর নাও পেতে পারো। সুতরাং তাকে উত্তম ও কোমল ভাষায় উপদেশ দাও। তার ব্যাপারে কোনো হিংসুকের কান-কথায় কান দিয়ো না; তখন তুমিও হিংসুকে পরিণত হবে। অন্যথায় সে মরে গেলে তোমার কান্না করার কোনো অধিকার নেই। কারণ তুমি তো সে জীবিত থাকতেই তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছ।'[৯৯]

মানুষ চার প্রকার

নাহব শাস্ত্রবিদ খলিল বিন আহমাদ ﷺ বলেন, মানুষ চার প্রকার : ১. যে ব্যক্তি জানে, কিন্তু সে যে জানে, তা সে জানে না। এ ব্যক্তি গাফিল, সুতরাং তাকে সতর্ক করো। ২. যে ব্যক্তি কিছুই জানে না, তবে সে যে জানে না, তা

---

৯৭. আস-সিয়ার : ৮/৩৯৭

৯৮. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৭৭

৯৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৩৬৪

সে জানে। এ ব্যক্তি মূর্খ, সুতরাং তাকে শিক্ষা দাও। ৩. যে ব্যক্তি জানে এবং এটাও জানে যে, সে জানে। এ ব্যক্তি জ্ঞানী, সুতরাং তার অনুসরণ করো। ৪. যে ব্যক্তি জানে না, কিন্তু সে যে জানে না, তাও সে জানে না। এ ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ, সুতরাং তার থেকে সতর্ক থাকো।'[১০০]

যারা প্রকৃত নসিহতকারী, তারা অন্যের নসিহত অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়। এক লোক ইমাম আবু হানিফা ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন।' এ কথা শুনে তিনি কেঁপে উঠলেন। চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেল। তিনি মাথা নিচু করে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। মানুষ সর্বদাই এমন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী, যে তাকে এ ধরনের কথা বলে।'[১০১]

হকের উপদেশ ছোটজন বড়জনকে, বড়জন ছোটজনকে, এক আলিম অন্য আলিমকে—এভাবে যে কেউ যে কাউকে দিতে পারে।

ইবরাহিম বিন আদহাম ﷺ সুফইয়ান সাওরি ﷺ-এর প্রতি চিঠি লেখেন, 'যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যকে ভালোভাবে চেনে, সে তা অর্জনের পেছনে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না। যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়, তার আফসোস বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মজে থাকে, তার আমল খারাপ হয়। আর যে ব্যক্তি তার জবানকে সংযত রাখে না, সে তিলে তিলে নিজের জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।'

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'তিনটি আমল খুব দামি। ১. ধন-সম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও দান করা। ২. নির্জন অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। এবং ৩. এমন মানুষের সামনে বুক চিতিয়ে সত্য কথা বলা, যার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা থাকে অথবা যাকে মানুষ ভয় পায়।'[১০২]

---

১০০. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ৩/৭৮৮

১০১. আস-সিয়ার : ৬/৪০০

১০২. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৯৫

প্রকৃত মুমিনের পুরো জীবন ইবাদতে কাটে

প্রকৃত মুমিনের জীবনের পুরো অংশ আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে কাটে। হাতিম আল-আসম্ম ﷺ বলেন, 'প্রতিদিন সকালে শয়তান আমাকে বলে, "কী খাবেন? কী পরবেন? কোথায় থাকবেন?" আমি উত্তর দিই, "আমি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করব; কাফন পরিধান করব এবং কবরে বসবাস করব।"'[১০৩]

রাবি বিন খুসাইম ﷺ সকাল বেলা বলতেন, 'শুভ সকাল, আল্লাহর ফেরেশতাগণ! আমি আমল শুরু করেছি—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার... আপনারা আমলের সাওয়াব লিখতে শুরু করুন।' অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠেই তিনি সারাদিন আমল করার বার্তা দিয়ে দিতেন।

উরওয়াহ বিন জুবাইর ﷺ তার সন্তানদের নসিহত করে বলেন, 'তোমরা যখন কাউকে কোনো ভালো আমল করতে দেখবে, তখন মনে করবে, এ ছাড়াও তার আরও ভালো আমল রয়েছে। আর যখন কাউকে খারাপ আমল করতে দেখবে, তখন মনে করবে, এ ছাড়াও তার আরও খারাপ আমল রয়েছে। কারণ একটি ভালো আমল অনেকগুলো ভালো আমলের অস্তিত্বের জানান দেয়। একইভাবে একটি খারাপ আমল তার মতো আরও অনেক খারাপ আমলের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।'[১০৪]

প্রিয় ভাই, এবার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো। তোমার আমল কি তোমার ভেতর ভালো আমল থাকার প্রমাণ বহন করছে, না খারাপ আমলের ভান্ডারের জানান দিচ্ছে?

জীবনের একটি ক্ষণও যেন অহেতুক কর্মে ব্যয় না হয়

জীবন আপন গতিতে বয়ে চলেছে। বিরতিহীনভাবে শেষ হচ্ছে জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতটি মিনিট। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। অহেতুক কাজ করে বা বেফায়দা কথা বলে জীবনের কোনো ক্ষণ

---

১০৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৬২

১০৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/১১৫

অতিবাহিত করা উচিত নয়। সাইদ বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলেন, 'ভালো কথা বলা ও চুপ থাকা—এ দুই বিষয় ব্যতীত জীবনে আর কোনো কল্যাণকর বিষয় নেই।'[১০৫]

তার মানে এ নয় যে, মুসলমান সারাজীবন গোমড়া মুখে মুড নিয়ে বসে থাকবে। বরং সে বন্ধুদের সাথে খোশগল্প করবে, তাদের সাথে দুঃখ-বেদনা শেয়ার করবে, হাসি-আনন্দ ও ঠাট্টা-বিনোদন করবে। তবে সবকিছু হতে হবে শরীয়ত-নির্ধারিত শর্তাবলি অনুসরণ করে এবং সীমিত পর্যায়ে। মোটেই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। কারণ হাসি-কৌতুককারী ও বিনোদনদাতাদের কোনো প্রয়োজন ইসলামে নেই। ইসলাম দৃঢ়চিত্ত ও শক্ত মনোবলের লোকদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, যারা তাদের সময়কে ইলম অন্বেষণ, দ্বীনের দাওয়াত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ—এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রাখে। অধিকন্তু, যারা অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করে, তারা নিজেদের প্রতি ও নিজেদের দ্বীনের প্রতি জুলুম করে। যারা রাসুল ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে চায়, তারা সীমিত পরিমাণে হাসি-কৌতুক করে। এটা রাসুল ﷺ-এর অন্যতম সুন্নাতও বটে। তবে প্রফেশনাল বিনোদনশিল্পী হওয়া কিংবা মানুষকে বিনোদিত করার জন্য সব সময় হাসি-কৌতুক করা ও এতে সীমালঙ্ঘন করা অনেক বড় অপরাধ। এর জন্য রাসুল ﷺ-এর হাসি-কৌতুক-সম্পর্কিত হাদিসসমূহকে দলিল বানানো নিতান্তই বোকামি। তিনি যা করেছেন, তা সীমিত পর্যায়ে। এ ক্ষেত্রে মোটেও সীমালঙ্ঘন তিনি করেননি।[১০৬]

হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক সম্পর্কে সালাফের নীতি

আহনাফ বিন কাইস ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাকে উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলেছেন, "হে আহনাফ, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত হাসে, মানুষের অন্তরে তার ভয় ও ভক্তি কমে যায়। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কৌতুক করে, তার গুরুত্ব কমে যায় এবং তাকে অবজ্ঞা করা হয়। কোনো ব্যক্তি সে কাজের মাধ্যমে পরিচয় লাভ করে, যে কাজটি সে অধিক হারে করে। যে

---

১০৫. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২১৯

১০৬. তাহজিবু মাওইজাতিল মুমিনিন

ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে, তার ভুল বেশি হয় এবং লজ্জা কমে যায়। আর যে ব্যক্তির লজ্জা কমে যায়, তার আল্লাহভীতি কমে যায়। এবং যার আল্লাহভীতি কমে যায়, তার অন্তর মরে যায়।"'[১০৭]

ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে যারা চিন্তা করে, তাদের অনেক পরিশ্রম করা চাই। অতিরিক্ত হাসি-কৌতুক তাদের মাঝে শোভা পায় না। এসব অহেতুক বিষয়ে সময় নষ্ট না করে ইবাদতে সময় কাটানোই তাদের একমাত্র ব্যস্ততা হওয়া চাই।

মুসা বিন ইসমাইল ﷺ বলেন, 'আমি যদি তোমাদের বলি যে, আমি কখনো হাম্মাদ বিন সালামাকে হাসতে দেখিনি, তাহলে এটা মোটেই মিথ্যা হবে না। তিনি প্রতিটি মুহূর্তই কোনো না কোনো নেক আমলে ব্যস্ত থাকতেন। কখনো হাদিস বর্ণনা করতেন, কখনো কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কখনো তাসবিহ পড়তেন, কখনো সালাত আদায় করতেন... এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন।'

আমাদের সালাফ তাদের ভবিষ্যৎ তথা আখিরাত নিয়ে এভাবেই শঙ্কিত থাকতেন। তারা সেই দিনটিকে খুব বেশি ভয় করতেন, যেদিনের ভয়াবহতা শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে কাঁপিয়ে দেবে। আব্দুল্লাহ আবু ইয়ালা ﷺ বলতেন, 'তোমরা কী করে এত হাসতে পারো আমার বুঝে আসে না; অথচ তোমাদের কাফন কারখানা থেকে দোকানে চলে এসেছে?'[১০৮]

জনৈক পুণ্যবান বান্দা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক লোককে অতিরিক্ত হাসতে দেখে বললেন, 'হে ভাই, তুমি কি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করে ফেলেছ? সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'আমল পরিমাপের মানদণ্ডে তোমার নেকির পাল্লা কি ভারী হয়েছে?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন 'তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলেছ?' সে বলল, 'না।' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে এত হাসি ও আনন্দ কীভাবে? তার এ কথা শুনে লোকটি কেঁদে দিল এবং বলল, 'আল্লাহর কসম! আজকের পর থেকে আমি কখনো হাসব না।'

আল্লাহর অনুগ্রহে লোকটি তার গাফিলতি ভেঙে জেগে উঠল এবং হোঁচট

---

১০৭. তারিখু উমর, ইবনুল জাওজি : ২০০

১০৮. আল-ইহইয়া : ৩/১৩৭

খাওয়ার পর সোজা হয়ে দাঁড়াল। হায়, এই ঘটনা যদি অনর্থক হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশায় মত্ত লোকেরা শুনতে পেত!

অনর্থক হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশায় মত্ত লোকেরা যদি ওয়াকি ইবনুল জাররাহ ﵀-এর একটি মাত্র দিন দেখতে পেত, তাহলে তারা বুঝতে পারত, কী অধঃপতন ও নিম্নপর্যায়ে তারা অবস্থান করছে! ওয়াকি ইবনুল জাররাহ ﵀ প্রতি রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ (দশ পারা) তিলাওয়াত করার পূর্বে ঘুমাতেন না। তাও অল্পক্ষণ ঘুমানোর পর শেষরাতে উঠে তিওয়ালে মুফাসসাল (দীর্ঘ সূরা) দিয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। অতঃপর ফজর নামাজের সময় হওয়া পর্যন্ত জায়নামাজে বসে ইসতিগফার পড়তেন। ফজরের সময় হলে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ে মসজিদ পানে রওনা হতেন।

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

হারিস আল-গুনবি ﵀ বলেন, 'রাবি বিন হাররাশ ﵀ শপথ করেছিলেন যে, তিনি যতদিন পর্যন্ত নিশ্চিত হবেন না যে, তিনি জান্নাতি নাকি জাহান্নামি, ততদিন পর্যন্ত হাসবেন না। এরপর যখন তার মৃত্যু হলো, তখন তাকে গোসল দানকারী লোকটি আমাকে বললেন, "আমরা যখন তাকে গোসল দেওয়া আরম্ভ করলাম, তখন তার মুখে ভেসে উঠল এক অপার্থিব হাসি।"'

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুর্বলতা, শিথিলতা ও দীর্ঘ গাফিলতির ওপর রহম করুন।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ ইসমাইল বিন আব্দুল্লাহ ﵀-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসমাইল, তোমার বয়স কত?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সত্তরের কিছু বেশি।' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে এবার হাসি-কৌতুক একদম ছেড়ে দাও।'

কবি বলেন :

إذا ما أتتك الأربعون فعندها * فاخش الإله وكن للموت حذرا

'যখন তোমার বয়স চল্লিশ হয়ে যায়, তখন তোমার আল্লাহর ভয় ও মৃত্যুর প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যস্ততা থাকা উচিত নয়।'[১০৯]

---

১০৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/২৬৯

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'তালহা বিন মুসাররিফ ﷺ সম্পর্কে আমি শুনেছি যে, একদিন তিনি হাসলেন। পরক্ষণেই চমকে উঠে বললেন, "আমার হাসি কী করে আসে? কেবল ওই ব্যক্তিই তো হাসতে পারে, যে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে গেছে।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি কসম করছি যে, আমার চূড়ান্ত ফয়সালা সম্পর্কে যতদিন নিশ্চিত হব না, ততদিন পর্যন্ত হাসব না।" এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সত্যিই তাকে কোনোদিন হাসতে দেখা যায়নি।'[১১০]

সাইদ বিন সালিম আল-কাদ্দাহ ﷺ বলেন, 'আমি আব্দুল আজিজ বিন আবু রাওয়াদ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে উপদেশ গ্রহণ না করে, দুনিয়ার আর কোনো কিছু থেকে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। বিষয়-তিনটি হলো : ইসলাম, কুরআন ও বার্ধক্য।"'[১১১]

সময়ের পরিবর্তন, তার অবিরাম গতি ও হঠাৎ মৃত্যু—এ তিন বিষয় আমাদের চোখের সামনেই সংঘটিত হয়। তবুও কী করে আমরা আরাম-আয়েশে বুঁদ হয়ে থাকতে পারি? কী করে অহেতুক হাসি-কৌতুক করে সময় নষ্ট করতে পারি? অথচ সামনে কঠিন হিসাব ও প্রতিদান প্রতীক্ষমাণ!

সীমিত পর্যায়ের হাসি-কৌতুক প্রশংসিত

প্রিয় মুসলিম ভাই, সালাফের বিভিন্ন কথা ও ঘটনা শুনে মনে মনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছ, তাই না? মাথার ভেতর প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, তাহলে কি হাসি-কৌতুক একদম ছেড়ে দিতে হবে? বন্ধুদের সাথে একটু মজা করার সুযোগও কি নেই?

একটু ধৈর্য ধরো ভাই। দেখো, সালাফ এ প্রশ্নের কী উত্তর দেন।

জাহাবি ﷺ বলেন, 'অল্প হাসি ও মুচকি হাসি উত্তম। এর চেয়ে অতিরিক্ত হাসির ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের দুই ধরনের মতামত রয়েছে। ১. আল্লাহর ভয়ে এবং নিজের নিঃস্ব নফসের দিকে তাকিয়ে অতিরিক্ত হাসি ত্যাগ করা

---

১১০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৫
১১১. সিফাতুস সাফওয়াহ

উত্তম। ২. তবে হাসি যদি অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে হয়, তবে তা চরম নিন্দিত, যা বর্জন করা আবশ্যক। কারণ বেশি হাসলে অন্তর মরে যায়। অবশ্য যৌবনকালের হাসি বার্ধক্যের হাসির চেয়ে কিছুটা ক্ষমাযোগ্য।'

পক্ষান্তরে, মুচকি হাসি ও চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখা একটি ফজিলতপূর্ণ আমল। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

'তোমার ভাইয়ের সামনে মুখে মুচকি হাসি রাখা সদাকা।'[১১২]

জারির ﷺ বলেন :

وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي

'রাসুল ﷺ যতবারই আমাকে দেখেছেন, ততবারই আমার মুখে মুচকি হাসি ছিল।'[১১৩]

এটাই হলো ইসলামের চরিত্র। এর সর্বোচ্চ স্তর হলো, রাতের অন্ধকারে আল্লাহর সামনে অশ্রু ঝরানো আর দিনের আলোতে মুখে মুচকি হাসা রাখা।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ وَجْهٍ، وَحُسْنُ خُلُقٍ

'তুমি কখনো সম্পদ দিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারবে না, সুতরাং হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও উত্তম চরিত্র দিয়ে তাদের পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট করো।'[১১৪]

---

১১২. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৮৩৪২
১১৩. সহিহুল বুখারি : ৩০৩৫, সহিহ মুসলিম : ২৪৭৫
১১৪. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৫৩৩৩

হাসির ব্যাপারে সুষ্ঠু ভারসাম্য ও মধ্যম পন্থাই ইসলামে কাম্য। সুতরাং যারা বেশি হাসে তাদের উচিত, হাসি কমিয়ে দেওয়া এবং অধিক হাসির কারণে নিজেদের তিরস্কার করা। আর যারা একদমই হাসে না; সব সময় মুখ গোমড়া করে থাকে, তাদের উচিত চেহারায় মৃদু হাসি ফুটিয়ে রাখা। এটাই উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখতে হবে, মধ্যম পন্থার বাইরে সবকিছুই খারাপ—চাই সেটা বাড়াবাড়ি হোক বা ছাড়াছাড়ি। এ মধ্যম পন্থা ও সুষ্ঠু ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনে কঠিন মেহনত করা আবশ্যক।[১১৫]

যখন বন্ধুহীন থাকা উত্তম

প্রিয় ভাই, যদি সত্য ভালোবাসা ও প্রকৃত বন্ধুত্ব ইবাদতে সহায়ক হয় এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করে, তখনই তা মুসলমানদের জন্য জরুরি। আর যদি এর উল্টো হয়, কিংবা এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার পাওয়া না যায়, তখন সম্পর্কহীন থাকাই উত্তম।

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তোমরা প্রয়োজনে মানুষ থেকে সম্পর্কহীন থাকো।'[১১৬]

এখানে সম্পর্কহীন থাকার অর্থ এটা নয় যে, মানুষ সমাজ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং জামাআতবদ্ধভাবে করার যে সকল ইবাদত ও আমল রয়েছে, তাও একাকী করতে শুরু করবে। যেমন : জামাআত সহকারে নামাজ পড়া, মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, সালাম বিনিময় করা, অভিনন্দন জানানো ইত্যাদি। এখানে সম্পর্কহীন থাকার অর্থ হলো, মানুষের সাথে এমন মেলামেশা বন্ধ করা, যা দ্বীনের ক্ষতি করে এবং অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে।

এ জন্যই ইবরাহিম নাখয়ি ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন, 'তুমি বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করার পূর্বে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করো। অতঃপর যে বিচ্ছিন্নতা খারাপ কাজ ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে, তা-ই অবলম্বন করো। এ বিচ্ছিন্নতা উত্তম ও প্রশংসনীয়। বিচ্ছিন্নতার এ প্রকারের দিকেই ইঙ্গিত করে উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, "বিচ্ছিন্নতা খারাপ লোকদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত রাখে।"'[১১৭]

---

১১৫. আস-সিয়ার : ১০/১৪০
১১৬. আল-আজলাহ : ১৮
১১৭. আল-আজলাহ : ১৮

আবু জার ﵁ বলেন, ‘চুপ থাকার চেয়ে কল্যাণের কথা লেখানো উত্তম; আর খারাপ জিনিস লেখানোর চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।’[১১৮]

‘প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এমন কিছু মজলিস থাকা চাই, যেখানে সে একাকী বসে নিজের গুনাহ স্মরণ করবে এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।’[১১৯]

যেসব মজলিসে পরচর্চা ও পরনিন্দা করা হয়, সেসব মজলিস থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতা অবলম্বন করার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ ﵀ বলেন, ‘আমি ইবনে ইবরাহিম ﵀-কে বলতে শুনেছি, “একাকিত্ব গ্রহণের মাধ্যমে যদি শুধু এতটুকু ফায়দা হয় যে, এর কারণে গিবতকারী সঙ্গী থেকে বেঁচে থাকা যায়—তাহলে একাকিত্ব উত্তম হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।”’[১২০]

অধিকাংশ লোক একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতাকে অপছন্দ করে। এর কারণ সম্পর্কে জনৈক দার্শনিক বলেন, ‘মানুষ একাকিত্বকে অপছন্দ করার কারণ হলো, নিজ সত্তার সাথে স্বস্তিবোধ না করা। অর্থাৎ তারই আপন সত্তা যখন তার উত্তম বন্ধু হতে না পারে, তখন মানুষ অন্য লোকদের সাথে সম্পর্ক করে, যেন তার অস্বস্তিবোধ কেটে যায় এবং নিজের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা তাদের সাথে শেয়ার করতে পারে। তবে যাদের অন্তরাত্মা উন্নত, তারা নিজেরাই নিজেদের ভালো বন্ধু হতে পারে। তখন একাকিত্বই তার নিকট প্রিয় হয়ে ওঠে।’

মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম সঙ্গী হলো আল্লাহর কিতাব—নির্জনতার সময় যার তিলাওয়াত ও গবেষণার মাধ্যমে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করা যায়।

জনৈক দার্শনিক বলেন, ‘মানুষের সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দারিদ্র্যের আলামত।’[১২১]

---

১১৮. আল-আজলাহ : ৫৭
১১৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৬
১২০. আল-আজলাহ : ৩১
১২১. আল-আজলাহ : ২২

ইবনুল মুবারক ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি নামাজ পড়ার পর আমাদের সাথে বসেন না কেন?' তিনি বললেন, 'আমি সাহাবি ও তাবিয়িগণের সাথে বসি। তাঁদের কিতাব ও জীবনচরিত পড়ার মাধ্যমে তাঁদের সাথে সময় কাটাই। তা ছাড়া তোমাদের সাথে বসে কী করব? তোমরা তো মানুষের গিবত করো।'[১২২]

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের আসল অর্থ

বন্ধুর সাথে চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া বা হাসি-কৌতুক করা ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব নয়। বরং বন্ধুর উপস্থিতিতে তনুমন প্রশান্ত ও আনন্দিত হওয়া এবং অনুপস্থিতিতে অস্থিরতা অনুভব করাই হলো ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের আলামত। যার ব্যাপারে তোমার এ অনুভূতি হয়, সেই তোমার ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। যদিও দীর্ঘদিন পরপর তার সাথে দেখা হোক।

শাবিব বিন শাইবা ﷺ বলেন, 'আমার বন্ধুদের মধ্যে কিছু বন্ধু এমন রয়েছে, যারা আমার নিকট বছরে একবার আসে। তারাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাদের আমি খুব ভালোবাসি। আর কিছু বন্ধু আছে, তারা প্রতিদিন আমার কাছে আসে এবং তাদের সাথে প্রতিদিন আড্ডা দিই। কিন্তু যদি সম্ভব হতো, আমি এদের আমার নিকট আসতে নিষেধ করতাম।'[১২৩]

নিজের ক্ষতি করে বন্ধুত্বের সকল দাবি আদায় করা জরুরি নয়

মানুষ বন্ধুত্বের আবদার পূরণ করতে গিয়ে অনেক সময় নিজের ক্ষতি ডেকে আনে। সালাফ এ থেকে বাঁচার পথ বাতলে দিয়েছেন।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ ইউনুস বিন আব্দুল আ'লা ﷺ-কে বলেন, 'হে আবু মুসা, তুমি কখনো মানুষের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। তাদের সকল আবদার পূরণ করাও প্রায় অসম্ভব। সুতরাং তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব

---

১২২. আস-সিয়ার : ৮/৩৯৮

১২৩. আল-আজলাহ : ৪৫

ততটুকুই করো। এর অতিরিক্ত করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি কোরো না। বাকি অংশের ভার তাদের ওপরই ছেড়ে দাও।'[১২৪]

হে ভাই, সুফইয়ান সাওরি ﷺ-এর কথাটি ভুলে যেয়ো না। তিনি বলেন, 'কোনো ব্যক্তির বন্ধু বেশি থাকা তার দ্বীনের দুর্বলতার লক্ষণ।'

আবু সুলাইমান ﷺ সুফইয়ান সাওরি ﷺ-এর কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন, 'তার কথার মর্ম হলো, দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে বন্ধুদের সাথে মজা করতে পারলেই বন্ধুদের সংখ্যা বাড়ে। কারণ কেউ যদি দ্বীনের সকল অনুশাসনের ওপর অটল থাকে, তখন বন্ধু হিসেবে সে কেবল দ্বীনদার লোকদেরই পায়—সমাজে যাদের সংখ্যা খুবই কম। ফলস্বরূপ, দ্বীনদার লোকদের বন্ধু কম হয় এবং অন্যদের বন্ধু বেশি হয়। এ জন্যই তিনি বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির বন্ধু বেশি থাকা তার দ্বীনের দুর্বলতার লক্ষণ।"'[১২৫]

মালিক ﷺ বলেন, 'পাখি যেমন কয়েক প্রজাতির আছে, তেমনই স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে মানুষও কয়েক প্রজাতির আছে। কবুতর কবুতরের সাথে, কাক কাকের সাথে, হাঁস হাঁসের সাথে, চড়ুই পাখি চড়ুই পাখির সাথে... এভাবে পাখিরা সখ্যতা পাতে। অনুরূপভাবে মানুষও তার স্বভাব-চরিত্রের সাথে মিল আছে—এমন লোকদের সাথেই বন্ধুত্ব করে।'[১২৬]

জীবনঘনিষ্ঠ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

এখানে সৃষ্টিকুলের সাথে জীবনযাপন ও ওঠাবসা-সম্পর্কিত কিছু আদব ও শিষ্টাচার উল্লেখ করা হয়েছে, যার সবটুকুই বিভিন্ন দার্শনিকের কথা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

যদি সকল মানুষের সাথে উত্তম ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে চাও, তাহলে—

---

১২৪. আল-আজলাহ : ৭৯

১২৫. আল-আজলাহ : ৪৪

১২৬. রওজাতুল উকালা : ১০৯

- বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবার সাথে হাসিমুখে দেখা-সাক্ষাৎ করবে।
- চেহারায় তাদের প্রতি ঘৃণা ও ভয়ের ছাপ রাখবে না।
- তাদের যথাযথ সম্মান করবে।
- নম্রতা অবলম্বন করবে।
- সকল বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। কারণ মধ্যম পন্থার উভয় পার্শ্ব—বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি সমানভাবে নিন্দনীয়।
- কোথায় কী ঘটছে, কার সাথে কী হচ্ছে, কে কী করছে—সব বিষয় জানার চেষ্টা করবে না।
- মানুষের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়াবে না।
- মানুষের সামনে বসলে বা নামাজে দাঁড়ালে আঙুল ফোটানো, দাড়ি নিয়ে খেলা করা, দাঁত খিলাল করা, নাকে আঙুল প্রবেশ করানো, ঘনঘন থুথু বা পিক ফেলা, ঘনঘন আড়মোড়া ভাঙা ও হাই তোলা... এসব দৃষ্টিকটু কাজ থেকে বিরত থাকবে। কারণ এসব কাজ মানুষের অন্তরে তোমার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাবোধ সৃষ্টি করবে।
- তোমার মজলিস যেন হয় শান্তিপূর্ণ এবং কথাবার্তা যেন হয় গোছালো।
- কেউ সুন্দর কোনো কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুনে যাবে শুধু। 'বাহ! বেশ সুন্দর কথা তো! এমন কথা তো জীবনেও শুনিনি'—টাইপের অত্যুক্তি করে বক্তার প্রতি অতিরিক্ত মুগ্ধতা প্রকাশ করবে না। কথাটি দ্বিতীয়বার বলারও আবদার করবে না।
- কেউ কৌতুক করলে বা রসপূর্ণ কোনো গল্প শোনালে 'হা হা হা হা...' করে পুরা মুখ খুলে দিয়ে অট্টহাসি দেবে না।
- মানুষের সামনে নিজের ছেলেমেয়ের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করবে না। নিজের কাব্যিক প্রতিভা, রচনাদক্ষতা ও অন্যান্য গুণের কথা মানুষের সামনে বলবে না।

- মেয়েদের মতো অতিরিক্ত সাজগোজ করবে না এবং গোলামের মতো একেবারে জীর্ণশীর্ণও থাকবে না।
- মুখে অতিরিক্ত সুরমা লাগানো ও মাথায় অতিরিক্ত তেল মাখা থেকে বিরত থাকবে।
- কারও নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য উপর্যুপরি আবেদন করে তাকে বিরক্ত করবে না।
- কোনো মানুষের সাথে, এমনকি নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের সাথেও নিজের মালিকানাধীন গোলামের মতো ব্যবহার করবে না। কারণ, তুমি যদি তাদের ছোট মনে করো, তখন তুমিও তাদের সামনে ছোট হয়ে পড়বে। তোমার প্রতি তারা কখনো সন্তুষ্ট হতে পারবে না।
- প্রয়োজনে স্ত্রী-সন্তানদের ভয় দেখাবে, শাসাবে; তবে এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না।
- তাদের সাথে নম্র ও কোমল ব্যবহার করবে, তবে লক্ষ রাখবে, তোমার কোমলতাকে যেন তারা দুর্বলতা মনে না করে।
- গোলাম-বাঁদি ও চাকর-চাকরানিদের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করবে না। এতে তোমার ভীতি ও সম্মান কমে যাবে।
- ঝগড়া করার সময় জবান সংযত রাখবে। কারণ জবানের লাগাম ছেড়ে দিলে তোমার মূর্খতাই প্রকাশ পাবে।
- ঝগড়া-বিতর্কের সময় খুব চিন্তা-ভাবনা করে দলিল উপস্থাপন করবে। এদিক সেদিক হাত ছোড়াছুড়ি করবে না। পেছনের লোকের দিকে বারবার ফিরে তাকাবে না। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসবে না। রাগ বেশি হলে প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত কথা বলবে না।
- কোনো বাদশাহ বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যদি তোমাকে তার নিকটে বসায় বা তোমার প্রতি হাদিয়া প্রেরণ করে, তখন আনন্দিত হবে না। কারণ

যেকোনো সময় তোমার ব্যাপারে তার অবস্থান বদলাতে পারে। তার সামনে নম্র ভাষায় কথা বলবে এবং তার স্বপক্ষে কথা বলবে। তবে তার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে যদি আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হয় বা কারও প্রতি অবিচার হয়, তখন অবশ্যই বুক চিতিয়ে তার বিরোধিতা করতে হবে।

- রাজা-বাদশাহদের সাথে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ককে পারিবারিক সম্পর্কে উন্নীত করবে না। কারণ অনেক সময় এর পরিণতি সুখকর হয় না।

- স্বার্থপর বন্ধু থেকে দূরে থাকবে, কারণ সে প্রাণঘাতি শত্রুর চেয়েও ভয়ংকর।

- ধন-সম্পদকে ইজ্জত-সম্মানের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেবে না এবং ধন-সম্পদের জন্য ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করবে না।

- কোনো মজলিসে প্রবেশ করলে প্রথমে সালাম দেবে। লোকদের গর্দান মাড়িয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। বরং যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসে পড়বে। মজলিসে যার পাশে বসবে, তাকে বিশেষভাবে সালাম করবে।

- কখনো রাস্তার ওপর বসবে না। কোনো প্রয়োজনে বসতে হলে রাস্তার সকল আদব বজায় রাখতে হবে। রাস্তার কতিপয় আদব হলো, দৃষ্টি সংযত রাখা, মজলুমের সহযোগিতা করা, দুর্বলের সাহায্য করা, বিপদগ্রস্তের সহায়তা করা, পথহারাকে পথ চিনিয়ে দেওয়া, কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া, ভিক্ষুকদের দান করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, নির্ধারিত স্থানে থুথু ফেলা, কিবলার দিকে ও নিজের ডানদিকে থুথু না ফেলে বামদিকে অথবা নিচের দিকে থুথু ফেলানো ইত্যাদি।

- পারতপক্ষে রাজা-বাদশাহদের সাথে বসবে না। যদি কখনো বসতে হয়, তাহলে তার আদব রক্ষা করবে। তাদের সাথে বসার আদব হলো, কারও গিবত না করা, মিথ্যা না বলা, গোপন বিষয় প্রকাশ না করা, তাদের

সামনে নিজের প্রয়োজনের কথা তুলে না ধরা, গুছিয়ে কথা বলা, সরাসরি তাদের নাম না নিয়ে সর্বনাম ব্যবহার করা, রাজা-বাদশাহদের উত্তম আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করা, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা কম করা এবং নিজের ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকা—যদিও তোমার প্রতি খুব আন্তরিকতা প্রদর্শন করুক। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি আদব হলো, তাদের সামনে ঢেকুর তুলবে না। খাবার শেষ হওয়ার পর তাদের নিকট বসে থাকবে না। একটা বিষয় খুব মনে রাখবে, রাজা-বাদশাহরা সবকিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু রাজ্যের কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করা একদমই সহ্য করতে পারে না।

- পারতপক্ষে সাধারণ মানুষের সাথে বসবে না। যদি কখনো বসো, তখন তার আদব রক্ষা করতে হবে। তার আদব হলো, তাদের আলাপচারিতায় জড়াবে না। তাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তার প্রতি তেমন মনোযোগ দেবে না। তাদের মুখ থেকে যেসব খারাপ কথা বের হয়, তা এড়িয়ে যাবে। তাদের নিকট নিজের প্রয়োজনের জন্য যাবে না।

- জ্ঞানী আর নির্বোধ—কারও সাথেই অধিক হাসি-ঠাট্টা করবে না। কারণ এতে জ্ঞানীর মনে তোমার প্রতি ঘৃণা জন্মাবে আর নির্বোধের মন থেকে তোমার ভীতি ও মর্যাদা কমে যাবে। এ ছাড়াও অধিক হাসি-ঠাট্টা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে এবং চেহারা থেকে গাম্ভীর্যভাব দূর করে দেয়। নির্বোধকে তার প্রতি সাহসী করে তোলে। অন্তর মেরে ফেলে। প্রশাসক ও রাজা-বাদশাহদের সামনে তার ব্যক্তিত্বকে হালকা করে দেয়। অন্তর থেকে আল্লাহভীতি চলে যায়। গাফিলতি ও উদাসীনতা সৃষ্টি হয়। অন্তর অন্ধকার হয়ে পড়ে—যার কারণে অপরাধপ্রবণতা ও গুনাহ বৃদ্ধি পায়। বলা হয়ে থাকে, 'বোকামি ও নির্বুদ্ধিতাই মানুষকে হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুকের প্রতি ধাবিত করে।' তবুও প্রত্যেক মজলিসে কোনো না কোনো হাসি-ঠাট্টা হয়ে যায়, এ জন্য প্রত্যেক মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়। রাসুল ﷺ ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ

পরিশিষ্ট

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুযুগলের গল্প বলে বইটি শেষ করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুযুগল ছিলেন রাসুল ﷺ ও আবু বকর সিদ্দিক ؓ। তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল খুবই গভীর ও নির্ভেজাল। দাওয়াতের কঠিন মুহূর্তে, হিজরতের বিপদসংকুল পথে, রক্তক্ষয়ী জিহাদের ময়দানে—সব সময় সবখানে আবু বকর ؓ রাসুল ﷺ-এর সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। নিজের জান ও মাল কুরবান করে দিয়েছেন রাসুল ﷺ-এর কথায়। তাঁর আনীত দ্বীন ইসলামের স্বার্থে। তাঁর প্রিয় মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে। এমনই ছিল তাঁদের বন্ধুত্ব। একাধিক হাদিসে রাসুল ﷺ তাঁর প্রতি আবু বকর ؓ-এর ভালোবাসার বর্ণনা দিয়েছেন। এক হাদিসে ইরশাদ করেন :

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ

'আবু বকরের সম্পদ দ্বারা আমার যে পরিমাণ উপকার হয়েছে, অন্য কোনো সম্পদ দ্বারা সে পরিমাণ উপকার হয়নি।'[১২৮]

অন্য এক হাদিসে ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ

'সঙ্গ ও সম্পদের মাধ্যমে আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশি উপকার করেছেন, তিনি হচ্ছেন আবু বকর।'[১২৯]

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে মিনতি করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে একমাত্র তাঁর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসার তাওফিক দান করেন এবং আমাদের সকলকে স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনসহ চিরশান্তির জান্নাতে একত্র করেন। আমিন।

---

১২৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৯৪

১২৯. সহিহুল বুখারি : ৪৬৬, সহিহু মুসলিম : ২৩৮২

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাজালি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফিজ ইবনু কাসির, মাতবাআতুল মুতাওয়াসসিত।

৩. আত-তাবসিরাহ, ইবনুল জাওজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

৪. তারিখুল খুলাফা, হাফিজ জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিসাহ।

৫. তারিখু বাগদাদ, খতিব আল-বাগদাদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

৬. তারিখু উমর, ইবনুল জাওজি, তাহকিক : আহমাদ হাওশান, মাকতাবাতুল মুআয়্যিদ।

৭. তাজকিরাতুল হুফফাজ, আল্লামা জাহাবি, দারু ইহইয়াইত তুরাস।

৮. তাফসিরু ইবনি কাসির, ইমাম ইবনু কাসির, দারুল ফিকর লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি, ১৪০১ হিজরি।

৯. তাহজিবু মাওইজাতিল মুমিনিন, জামাল আল-কাসিমি, দারু ইবনিল কাইয়িম, দ্বিতীয় সংস্করণ।

১০. আত-তাওয়াজু ওয়াল খামুল, ইবনু আবিদ দুনিয়া, তাহকিক, লুফতি আস-সাগির, দারুল ইতিসাম।

১১. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনু রজব আল-হাম্বলি। পঞ্চম প্রকাশ : ১৪০০ হিজরি।

১২. হিলইয়াতুল আওলিয়া ও তাবাকাতুল আসফিয়া, হাফিজ আবু নুআইম, দারুল কিতাবিল আরাবি।

১৩. রওজাতুল উকালা ওয়া নুজহাতুল ফুজালা, আবু হাতিম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

১৪. আজ-জুহদ লিল হাসান আল-বসরি, তাহকিক : ড. আব্দুর রহিম

মুহাম্মাদ, দারুল হাদিস।

১৫. কিতাবুজ জুহদিল কাবির, ইমাম বাইহাকি, তাহকিক : ড. তকিউদ্দিন নদবি, দারুল কলম।

১৬. শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব, ইবনু ইমাদ আল-হাম্বলি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি।

১৭. সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনুল জাওজি, তাহকিক : মুহাম্মাদ আল-ফাখুরি ও মুহাম্মাদ রাওয়াস, দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

১৮. সাইদুল খাতির, ইবনুল জাওজি, দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০৭ হিজরি।

১৯. তাবাকাতুল হানাবিলাহ, কাজি আবু ইয়ালা, মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ ওয়া উখরা, দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

২০. আল-ফাওয়ায়িদ, ইবনু কাইয়িমিল জাওজিয়্যাহ, দারুন নাফায়িস।

২১. কিতাবুস সামত ওয়া আদাবুল লিসান, ইবনু আবিদ দুনিয়া, সংকলন : আবু ইসহাক আল-হুয়াইনি, দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪১০ হিজরি।

২২. কিতাবুল আজলাহ, আবু সুলাইমান হামদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবি, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬ হিজরি।

২৩. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, ইমাম আল-মুকাদ্দাস, তাহকিক : জুহাইর আশ-শাবিশ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, সপ্তম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

২৪. মাদারিজুস সালিকিন, ইবনু কাইয়িমিল জাওজিয়্যাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরি।

২৫. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়্যাহ, সংকলন : আব্দুর রহমান বিন কাসিম ও তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ। প্রথম প্রকাশ : ১৩৯৮ হিজরি, দারুল আরাবিয়্যাহ।

২৬. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আবনাউ আবনাইজ জামান, ইবনু খাল্লিকান, দারু সাদির, বৈরুত, প্রকাশ : ১৩৬৭ হিজরি।

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক তেইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

বন্ধুত্বের ভিত্তি হতে হবে ইমান ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এ ছাড়া যে বন্ধুত্ব কোনো স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তা প্রকৃত বন্ধুত্ব নয়। স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে এ বন্ধুত্ব আর থাকে না। আবার কখনো কখনো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর। এই বন্ধুত্বও ঠিক ততক্ষণই টিকে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির চাহিদা বাকি থাকে। এ ধরনের বন্ধুত্বে এক বন্ধু অপর বন্ধুর মাধ্যমে বেশি প্রতারিত হয়। পক্ষান্তরে যে বন্ধুত্ব ইমান ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, সেটাই প্রকৃত ও স্থায়ী বন্ধুত্ব।

দুই বন্ধুর উপমা হলো দুই হাত, যারা একে অপরকে ধৌত করে পরিচ্ছন্ন রাখে। অনুরূপভাবে দুই বন্ধুও এমন হওয়া চাই, যারা সংশোধনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করবে। সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকবে। একে অপরের জন্য সাহায্যকারী ও কল্যাণকামী হবে। একে অপরকে দুনিয়া থেকে আখিরাতের সফরের পাথেয় সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে।

www.facebook.com/ruhamapublicationBD